চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 May 2019 ■ আগরতলা, ১৬ মে , ২০১৯ ইং ■ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃষ্টি তুফানে লন্ডভন্ড রাজ্যের বহু এলাকা বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত, জলমগ্ন রাজপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। কাল বৈশাখীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড রাজধানী আগরতলা শহর, শহরতলী সহ গোটা রাজ্য। বুধবার প্রাক্ সন্ধ্যায় আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। কিছুক্ষণ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পর কাল বৈশাখীর ঝড় আছড়ে পড়ে রাজ্যের উপর। গাছপালা ভেঙে পড়ে। বিদ্যুতের খুটি ভেঙে যায়। লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় বিদ্যুৎ পরিষেবা। গাছ ভেঙে পড়ে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট আকটে পড়ে। ফলে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আটকে পড়েন মানুষজন। অফিস ফেরত মানুষজন পড়েন জটিল সমস্যায়। বৃষ্টির পরে রাজধানী আগরতলা শহরের সবকটি সড়ক পথে হাটু থেকে কোমড় জল। বন্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। কেউ অফিসের ভিতরে আটকে পড়েন। আবার অনেককে অফিস থেকে বের হয়ে কোনো দোকান বা বারান্দায় আশ্রয় নেয়। সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে মেঘ কেটে যায়। কিন্তু রাস্তা ঘাটে জল জমে থাকায় অফিস যাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজনের বাড়ি ঘরে ফেরা কষ্টকর হয়ে উঠে। ক্ষনিকের বৃষ্টিতে রাজধানী আগরতলা শহরের এহেন বানভাসী অবস্থায় ক্ষুভে ফুঁসছেন সব অংশের মানুষজন।

ঘণ্টা দেড়েকের ভারী বর্ষণে ফের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে রাজধানী আগরতলা। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় নিত্যযাত্রীরা ভীষণ অসুবিধায় পড়েছেন। এদিকে, আগরতলার কলেজটিলা এলাকায় দু-দিকে দুটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি করেছে। বুধবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঝড় আছড়ে পড়ে আগরতলায়। আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্য অনুসারে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৫৬ কিলোমিটার। ঝড়ের সাথে প্রবল বর্ষণে মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় আগরতলা। বিদ্যুৎ দফতর জানিয়েছে, কয়েকটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। তবে মারাত্মক ক্ষতি হয়নি বলে দাবি বিদ্যুৎ দফতরের। এদিকে, কলেজ টিলায় দু-ধারে দুটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি করেছে। তাতে কয়েকশো গাড়ি আটকে পড়েছে। এদিন ঘণ্টা দেড়েকের প্রবল বর্ষণে আগরতলায় বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। বনমালিপুর, আরএমএস চৌমুহনি, বিদুরকর্তা চৌমুহনি, ওরিয়েন্ট চৌমুহনি, বোধজং চৌমুহনি, জেকশন গেইট, থানা রোড, মন্ত্রীবাড়ি রোড এলাকায় রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। তাতে, নিত্যযাত্রীরা ভীষণ সমস্যায় পড়ছেন।আগরতলায় জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থার বেহাল দশার কারণে প্রতি বছর বৃষ্টিতে শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আজ বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ট্রাফিক ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছিল। যাতায়াতের অসুবিধার কারণে যানজট দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে, লক্ষ্মীনারায়ণ চৌমুহনি থেকে গণরাজ চৌমুহনি, উত্তর গেইট থেকে কর্ণেল চৌমুহনি রাস্তায় তীব্র যানজট দেখা দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শহরের বিভিন্ন ফাঁড়ি রাস্তায়ও প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয়ে। গত বছর বানভাসী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার সন্ধ্যায় জলমগ্ন রাজপথ। ছবি নিজস্ব।

সংবিধানের ৩২৪ ধারা প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনকে নিজের কব্জায় নিল নির্বাচন কমিশন

নজিরবিহীন ভাবে সরানো হল স্বরাষ্ট্র সচিবকে, বদলি রাজীব কুমারও

কলকাতা, ১৫ মে(হি.স.): সরানো হল স্বরাষ্ট্রসচিব অত্রি ভট্টাচার্যকে। নির্বাচন কমিশন সরিয়ে দিলেন তাঁকে। তাঁর কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। বুধবার নির্বাচন কমিশনের পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব অত্রি ভট্টাচায্যকেউ তাঁর বদলে দায়িত্ব দেওয়া হল রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয় দে-কে। নজিরবিহীনভাবে নির্বাচনের প্রচারের সময়ও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাত পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল সপ্তমদফা নির্বাচনের প্রচার। কিন্তু তা কমিয়ে বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় নিয়ে আসা হল। সূত্রের খবর এই প্রথম ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ ধারা প্রয়োগ করল কমিশন। যা কার্যত বেনজির। এই ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন পরিস্থিতি খতিয়ে ভোট গ্রহনের স্বার্থে প্রশাসনিক যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবে। এদিন গুরুত্বপূর্ন আরও একটি সিদ্ধান্তে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার রাজীব কুমারকে বদলি করে দেওয়া হল। সম্প্রতি তাঁকে কমিশনের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সিআইডির অতিরিক্ত ডিজি পদে বদলি করা হয়েছিল।

বুধবার সন্ধ্যায় অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ১৬ তারিখ সকাল ১০টায় তাঁকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে হাজির হতে বলা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই রাজীব কুমারের 'পক্ষপাতিত্ব' নিয়ে নানাভাবে অভিযোগ তুলছিল বিজেপি। উল্লেখ করা যেতে পারে স্বরাষ্ট্র দফতর ছাড়াও পার্বত্য বিভাগের প্রধান সচিব ছিলেন অত্রিবাবু। তাঁকে সরানোর ব্যাপারে কমিশন কোনও স্পষ্ট কারণ দেখায়নি। তবে সূত্রের খবর, কমিশন মনে করছিল নির্বাচনের সময় প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করছিলেন অত্রিবাবু।এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে ৭১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এছাড়া, ৫১২টি ক্যুইক রেসপন্স টিমও কাজ করবে। সমস্ত বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবস্থা করা হবে।

বিশেষ কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে আগামীকাল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তর ২৪ পরগনা যাবেন এবং ১৭ তারিখে তিনি দক্ষিণ কলকাতার পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন। এছাড়াও, ১০ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং পাঁচজন পুলিশ পর্যবেক্ষক এই পর্যায়ে নির্বাচনের তদারক করবেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ৩৩টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এদিন সপ্তম তথা চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের নয়টি লোকসভার ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ এবং সাধারণ পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়। কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ব্রাউন সুগারসহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। নেশা বিরোধী অভিযানে ফের পুলিশ সাফল্য পেল। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে পুলিশ ধর্মনগরের পদ্মপুরে জনৈক প্রভাত নাথের বাড়ি থেকে ৪.৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। এর সঙ্গে বাড়ির মালিক প্রভাত নাথের ছেলে প্রসেনজিৎ নাথকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। ধর্মনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে পুলিশ প্রভাত নাথের বাড়িতে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। ওই অভিযানে তার ঠাকুর ঘর থেকে এই ব্রাউন সুগারগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানকালে ব্রাউন সুগার ব্যবহারকারী কিষাণ দেবনাথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কাল নির্বাচন কমিশনে ভোট কারচুপির তথ্য তুলে ধরবে পিসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আগামীকাল পুনরায় নির্বাচন কমিশনে ১১ এপ্রিল ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে নির্বাচনে ভোট কারচুপির তথ্য তুলে ধরবে প্রদেশ কংগ্রেস। আগামীকাল সাড়ে চারটায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ, বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ নির্বাচন কমিশনে যাবেন।

ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে সমস্ত বুথে পুনর্ভোটের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। গতকাল সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করেছে পার্টি। আজ এই পিটিশনের শুনানি হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে আজ অবকাশকালীন বেঞ্চে এই পিটিশনের শুনানি হয়েছে। শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনে পুনরায় বক্তব্য পেশ করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসকে নির্দেশ দিয়েছে। পীযূষকান্তি বিশ্বাস বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আগামীকাল বিকেল সাড়ে চারটায় প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে গত ১১ এপ্রিল পশ্চিম আসনে নির্বাচনে ভোট কারচুপির তথ্য-সহ বক্তব্য পেশ করা হবে। তিনি জানান, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ, বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ নির্বাচন কমিশনে যাবেন।

এদিকে, পশ্চিম আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী শংকর প্রসাদ দত্ত বলেছেন, তিনি আইনজীবীর কাছ থেকে জানতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি চাকরি বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে না ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। সরকারি চাকরি বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে না। কারণ, কোনও সরকারই সমস্ত বেকারকে চাকরি দিতে পারবে না। তাই, বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হবে। বুধবারডুকলিতে বামপন্থী যুব সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এভাবেই যুবাদের নতুন বিপ্লবের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। মনে হচ্ছে, মানসিকতায় পরিবর্তন হয়েছে কমিউনিস্টদের। বা বলা যেতে পারে, বিপ্লবী চেতনায় নয়া রূপ দেখা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে। মানিক সরকারের কথায়, কৃষি ও শিল্পের যুগলবন্দীতে সরকারী চাকুরীর বাইরে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব। ফলে, এখন কৃষক আন্দোলনের সাথে যুবদের যুক্ত হতে হবে।

এদিন তিনি বলেন, দেশের প্রধান দুটি সমস্যা হল কৃষি এবং বেকার সমস্যা। কিন্তু, দুই ক্ষেত্রেই সমাধানের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, তাই প্রতি বছর কৃষক-আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে। তাছাড়া, কৃষকদের সঠিক আয় হচ্ছে না, তাই তাঁরাও বাজারমুখি হচ্ছেন না। অন্যদিকে, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়ায় বেকার সমস্যাও বেড়ে চলেছে। মানিক সরকারের দাবি, বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা সম্ভব হলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাঁর কথায়, কৃষকরা ফসলের দেড়গুণ দাম পেলে তাঁরা বাজারমুখি হবেন। তাতে বিক্রি বাড়বে, সাথে উৎপাদন বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হবে। তিনি বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বন্ধ কারখানা খুলে যাবে, সাথে নতুন নতুন কারখানাও খুলবে। ফলে, যাঁরা কাজ হারিয়েছেন তাঁরা কাজ ফিরে পাবেন এবং নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মানিক সরকারের দাবি, রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার বেকারদের চাকরি দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাঁর আরও দাবি, দেশে এখন লোকসভা নির্বাচন চলছে। এই নির্বাচনের ফলাফলে সরকার পরিবর্তন বা প্রত্যাবর্তন হবে। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হলেই এই সমস্যার সমাধান হবে এমনটা ভাবলে ভুল হবে। তিনি যুবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সরকারি চাকরির দাবিতে প্রচার আন্দোলনে আটকে থাকলে চলবে না। সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি কৃষক সমস্যা নিয়েও ভাবতে হবে। কৃষক আন্দোলনের সাথে যুবকদের যুক্ত হতে হবে। তবেই কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বিকল্প পথের সন্ধান মিলবে।আজ বিরোধী দলনেতার কথায় স্পষ্ট, কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সরকারি চাকরিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছেন না তিনি। সরকারি চাকরিই বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না, এই উপলব্ধি থেকে স্বরোজগারী হওয়ার জন্যও তিনি যুবাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাতে মনে হচ্ছে, কমিউনিস্টদের মানসিকতায় পরির্তন হয়েছে।

রহস্যজনক মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ মে।। রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানার অধীন মধ্য ব্রজপুর গ্রামে। মৃতার নাম প্রমিলা দেবনাথ। বয়স আনুমানিক সতের। সংবাদে প্রকাশ, বুধবার দুপুরে প্রমিলার ঝুলন্ত দেহ তার জা তথা বড় বোন উর্মিলা প্রথমে দেখতে পায় ঘরের মধ্যে। সাথে সাথেই উর্মিলা চিৎকার চেচামেচি শুরু করে। বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে কোনরকমে প্রমিলার ঝুলন্ত দেহ নামায়। তখনও প্রমিলার প্রাণ ছিল। সাথে সাথেই তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানান হাসপাতালে পৌঁছার আগেই প্রমিলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

এদিকে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুবনে মাটি ফুঁড়ে অগ্ন্যুৎপাত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। মাটির নীচ থেকে ধুঁয়ো নির্গমণের কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন বের হতে দেখে আমতলি থানাধীন মধুবনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ওএনজিসি, বিদ্যুৎ দফতর, পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও, এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তাতে স্থানীয় জনমনে আতঙ্ক রয়ে গিয়েছে।আজ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার আমতলি থানাধীন মধুবনের কাঠাতলির ঝড়ঝড়ি এলাকায় একটি বিদ্যুতের খুঁটির পাশে মাটির নীচ থেকে ধুঁয়ো বের হতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই বিদ্যুতের খুঁটির চারপাশে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় জনগণ তখন বিদ্যুতের গ্যাং ফেলে দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেন। পাশাপাশি, স্থানীয় ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ দফতর, পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়।খবর পেয়ে সকলেই ছুটে আসেন। সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ২-টা পর্যন্ত টানা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, দমকল বাহিনী জল ছুঁড়তেই আগুন প্রায় নিভে যায়, কিন্তু কোনওভাবেই ধুঁয়ো বেরোনো বন্ধ হচ্ছিল না। ওএনজিসি কর্তৃপক্ষও অনেক চেষ্টা করেন। বেলা ২-টা নাগাদ ওই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে স্থানটি প্রচণ্ড গরম হয়ে রয়েছে। আগুন নিভলেও, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উশৃঙ্খল ছেলেকে কুপিয়ে খুন করলেন পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ মে।। 'উশৃঙ্খল' ছেলে আলিমোহন ত্রিপুরাকে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে খুন করলেন পিতা শরণজয় ত্রিপুরা। ঘটনা আজ সকালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সদর বিলোনিয়ার দক্ষিণ সোনাইছড়ির তালুকদার পাড়ায় সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ ঘাতক শরণজয় ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করেছে।

প্রতিবেশীদের কাছে জানা গিয়েছে, মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আলিমোহন ত্রিপুরা প্রচণ্ড উশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। ছয় বছর আগে তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এর পর থেকেই প্রতিদিন মদ্যপান, জুয়ার আড্ডায় যাতায়াত শুরু করে আলিমোহন। তা নিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। প্রায় সময় আলি বাড়িও ফিরত না।

আজ সকালেও বাবা-ছেলের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সকালে আলি তার বাবার কাছে টাকা চেয়েছিল। টাকা না দেওয়ায় সে তার বাবাকে জুতোপেটা করতে গিয়েছিল। তখনই উত্তেজিত অবস্থায় কুঠার দিয়ে আঘাত করেন তার বাবা শরণজয় ত্রিপুরা। ঘটনাস্থলেই আলিমোহনের মৃত্যু হয়েছে।

খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের মান ভেঙ্গে গেছে, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের টুটি টিপে হত্যা হচ্ছে বলে ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়ের কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি বিপ্লবকুমার দেব। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিপ্লব। আজ তিনি আগরতলায় দলের সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা বলেন। এদিন বিপ্লবকুমার দেব জোর গলায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সকল মান ভেঙে গেছে। এবার টিএমসি তথা মমতা বন্দ্যোপাধায়ের পতন অনিবার্য।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় গতকাল বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের রোড শো চলাকালীন হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিপ্লবকুমার দেব। শুধু তাই নয়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার জন্য তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করেছেন।

বিপ্লব দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস হারের ভয়ে আতঙ্কিত। তাই, বিজেপিকে আটকানোর সব রকম চেষ্টা শুরু করেছে। তিনি বলেন, একাধিকবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতির সভা বাতিল করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যোগী আদিত্যনাথ-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সভাও বানচাল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে দমন-পীড়নের নীতি অবলম্বন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই, রুখে দাঁড়ালেই পায়ের তলায় পিষে দিতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী।বিপ্লবের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বিপন্ন। মানুষ সেখানে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। চারিদিকে শুধু সন্ত্রাস। তবুও নির্বাচন কমিশন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি আক্ষেপ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

তাঁর বক্তব্য, ছয় দফা লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল শুধু সন্ত্রাস করেছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ২৩টি নির্বাচনী সভায় অংশ নিয়েছি। তাতে বুঝেছি, মানুষ তৃণমূলের একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্তি চাইছেন। তাঁর দাবি, তৃণমূলের সন্ত্রাসের রাজনীতিতে মানুষের বিজেপির আস্থা বেড়েছে। তাই, মমতা বন্দ্যোপাধায় ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

বিপ্লব এদিন নিন্দা জানিয়ে বলেন, নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতির রোড শো-তে যেভাবে হামলা করেছে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী, তা সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় কোনওভাবেই কাম্য নয়। তাছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে তৃণমূল এখন বিজেপি-র উপর দোষ চাপাতে চাইছে। তাঁর মতে, নির্বাচনী ফলাফলে মানুষ এর যোগ্য দেবেন।বিপ্লব জোর গলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুয়াহাটিতে বোমা বিস্ফোরণে হত এক গুরুতর আহত এগার

গুয়াহাটি, ১৫ মে (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে গ্রেনেড বিস্ফোরণে একজন মারা যাওয়ার পাশাপাশি আধাসেনা এসএসবি-র দুই-সহ আহত হয়েছেন ১১ জন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নাশকতার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। কাপুরুষিত ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শীঘ্র আটক করতে রাজ্যের পুলিশ-প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন গুয়াহাটির বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, গুয়াহাটি সংসদীয় আসনে বিজেপি প্রার্থী কুইন ওঝা, পুলিশ-প্রধান কুলধর শইকিয়া, পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার, কামরূপ মহানগর (গুয়াহাটি)-এর জেলাশাসক বিশ্বজিত পেগু প্রমুখ সরকারি শীর্ষ আধিকারিকরা।

আহতদের সংকটজনক অবস্থায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, গীতানগরের কেজিএমটি হাসপাতাল এবং নেমকেয়ার হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজ নিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, জেলাশাসক বিশ্বজিত পেগু।

বোমা বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে আলফা-স্বাধীনের সর্বেসর্বা পরেশ বরুয়া। ঘটনার অব্যবহিত পর সংবাদ মাধ্যমের দফতরে ই-মেলে এক বিবৃতি পাঠিয়ে পরেশ বলেছে, শোপিং মলের কাছে সিআরপিএফ-এর টহলদারি দলকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল।

জু—রোডে চিড়িয়াখানা এবং সেন্ট্রাল মল-এর মধ্যবর্তী স্থানে বুধবার রাত প্রায় ৮.০৫ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। গ্রেনেড বিস্ফোরণে জু-রোডের সংশ্লিষ্ট এলাকা নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। বোমার ঘায়ে আহত হয়েছেন দুই এসএসবি জওয়ান। তাঁদের রামেশ লাল (৪৮) এবং অমূল্য লালন মাহাতো বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এছাড়া আহতদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২১২ ▫ ১৬ মে ২০১৯ ইং ▫ ১ জ্যৈষ্ঠ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

চিটফান্ড ও সিবিআই

ত্রিপুরায় রোজভ্যালী তদন্ত সম্পর্কে রাজ্যবাসীর মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসিয়াই ত্রিপুরায় রোজভ্যালীর কেলেংকারীর সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করে। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল দল ক্ষমতায় আসিলে রোজভ্যালী কান্ডের সিবিআই তদন্ত হইবে। কিন্তু, সিবিআই রাজ্যে তদন্তের জাল বিস্তার করিয়াছে এবং দোষি বা এই চিটফান্ডের টাকা যাহারা খাইয়াছেন তাহাদের জালে এখনও তুলে নাই। ত্রিপুরাতে রোজভ্যালীর টাকা কাহারা খাইয়াছেন তাহাদের রেকর্ড তো থাকিবার কথা। কিন্তু, সিবিআই সেখানে চলিতেছে ঢিমেতালে। পশ্চিমবঙ্গে সিবিআই অতিমাত্রায় তৎপর। অথচ ত্রিপুরায় তাহাদের কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাই। তাহার পিছনে যে রহস্য আছে তাহা বলা যাইতে পারে। উত্তরপূর্ব ভারতের এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় রোজভ্যালীর বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। এরাজ্যের বিপুল সংখ্যক গরীব মানুষকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে এই চিটফান্ড। এই চিটফান্ডের সঙ্গে কাহাদের দহরম মহরম ছিল রাজ্যের মানুষই তো জানেন। কোন্ কোন্ ভিআইপিরা কিভাবে টাকা হাতাইয়াছেন তাহা তো অজানার কথা নহে। কিন্তু, সিবিআই নড়িয়া চড়িয়া বসিতেছে না। এইখানেই প্রশ্ন রহস্য কি?

ত্রিপুরায় চিটফান্ডগুলির জনগণের অর্থ আত্মসাৎ এর তদন্তের দাবীতে কংগ্রেসও রাজ্যে সিবিআই তদন্তের দাবীতে আন্দোলন করিয়াছে। দিল্লীতে ধর্না আন্দোলন পর্য্যন্ত হইয়াছে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর কাছে রাজ্যের কংগ্রেস প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনও দিয়াছিল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিবিআই ত্রিপুরায় কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল। নির্বাচনের আগে বিজেপিও ওয়াদা করিয়াছিল সিবিআই তদন্তের কিন্তু, সিবিআই একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। এই যদি অবস্থা হয় তাহা হইলে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপর হইতে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস তো প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে। ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য। প্রতিটি মানুষের গতিবিধি সকলেই কমবেশী জানিবার কথা। কেন সিবিআই তদন্তে গতি পাইতেছে না। এমনিতেই এই তদন্তকারী সংস্থার উপর হইতে মানুষের বিশ্বাস দিনে দিনেই তলানীতে যাইতেছে। মানুষের মনে ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করিয়া থাকে। যে সরকার কেন্দ্রে আসীন থাকেন সেই সরকারের জো হুজুরই হইল এই সংস্থার আসল কাজ। সুতরাং ত্রিপুরায় সিবিআই কি করিবে না করিবে সবই নির্ভর করিবে কেন্দ্রের মর্জির উপর। এই বিষয় আজ খুব বেশী জনমনে নাড়া দিতেছে।

ভোট কাটাকুটি জটিল করেছে বাঁকুড়া লোকসভা আসনের ফল

বাঁকুড়া, ১৫ মে (হি. স.) : ভোট কাটাকুটির খেলায় জটিল অঙ্কে দাড়িয়েছে বাঁকুড়া লোকসভা আসনের ফল।বাঁকুড়া লোকসভা আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল ও বিজেপি ছাড়া লড়াইয়ে রয়েছে সিপিএম।।ক্ষুব্ধ তৃণমূল পনীদের ভোট এবং বামেদের ভোট কার ঝুলিতে গেছে তা নিয়ে আলোচনা তিন শিবিরেই।রাজনৈতিক মহল ওই ভোটের বেশীরভাগই বিজেপির ঝুলিতে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখছে।।আর সে কারণেই তারা এই আসনে বিজেপি কে এগিয়ে রাখছেন কেননা বাঁকুড়া লোকসভা আসনে এবার বিজেপির অনুকূলে হাওয়া ছিল।সেই সঙ্গে নতুন ভোটারদের সিংহভাগ ই বিজেপির দিকে।

বাঁকুড় লোকসভা আসনে র ফলাফল নিয়ে তিন পক্ষই চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছে। প্রথমত শাসক তৃণমূল ছাড়া বিজেপি ও সিপিএম বুথ দখলের অভিযোগ করেছে।। সিপিএম প্রার্থী অমিয় পাত্র বলেন এবার শাসক দল ছাপ্পাভোট খুব বেশি করতে পারে নি।তার মতে জেলার ৭ টি বিধানসভার মধ্যে ২৬ টি বুথে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে তৃণমূল। ওই ২৬ টি বুথে আমরা পুনর্নির্বাচনের আবেদন জানাবো। বাকি প্রতিটি বুথে অবাধ এবং এবংশান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে।তিনি স্বীকার করেন এবার ভোট কাটাকুটিতে ফল কি হবে তা নিয়ে ধন্ধে রয়েছে সকলেই।বামপন্থীদের মধ্যে একটা তৃণমূলকে হটানোর জেদ এবার লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োজনে তারা বিজেপিকেও ভোট দিতে প্রস্তুত এই মনোভাব ছিল স্পষ্ট।সেই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে ভোটের বাক্সে।বামপন্থীদের ভালো অংশের ভোট বিজেপির দিকে গেছে এটা পরিষ্কার।।বামেদের ভোট কি পুরোটাই বামেদের পক্ষে গেছে? এপ্রশ্নের উত্তরে অমিয় বাবু কার্যত স্বীকার করে নেন যে বামেদের কিছু ভোট বিজেপির পক্ষে গেছে সেটা লক্ষ্য করা গেছে, তা হলে ও বেশীরভাগ ভোট বামেদের দিকে গেছে।এছাড়াও বামেদের ভোট বাড়ছে। এপ্রসঙ্গে , তার ব্যাখ্যা যাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা রয়েছে, সেকুলার মানসিকতা রয়েছে তারা সিপিএমের দিকে ভোট দিয়েছেন।বিজেপির ডা:সুভাষ সরকার বলেন, বাঁকুড়ার ছাতনা, শালতোড়া এই বিধানসভা দুটির বেশ কিছু এলাকায় তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী সকাল থেকেই বুথ দখল করার চেষ্টা করেছিল। আমাদের এজেন্টকে প্রথমে অনেক জায়গায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বেশ কয়েকটি জায়গায় কর্মীদের মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংগঠনের কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলাতেই তৃণমূল সে অর্থে ভোট লুট করতে পারেনি। সুভাষ সরকার দাবি করেন ভোট ভালো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ হয়েছে। সিপিএম এবং বিজেপি বিরোধী এই দুটি প্রধান দল যখন জোরের সঙ্গে বলছে ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ, এটাই শাসক দলের কাছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই আসনটি ধরে রাখতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন দলেরই কর্মীরা।যদিও তৃণমূলের পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে আত্মবিশ্বাসী গলায় বলতে শোনা গেল বাঁকুড়ায় তৃণমূল জিতছে। কিন্তু তার কথার মধ্যে যেন একটা সংশয় লুকিয়ে।তাকে সর্বত্র লড়াই করতে হয়েছে শুধু মাত্র বিরোধী দলের সঙ্গে নয়। লড়াই করতে হয়েছে একটা অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে। সেটা হচ্ছে দলের গোষ্ঠী কোন্দল। জেলার শীর্ষ নেতাদেরও ভোটের দিন সেভাবে ময়দানে দেখা যায়নি। একটা যেন গা ছাড়া ভাব।অন্যান্য বারে নেতারা যেভাবে ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে তাড়া দিয়ে সকাল-সকাল ভোট দেওয়াতেন এবার সেটা লক্ষ্য করা যায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতা বলেন, দল জিতলে আগামী যারা সুবিধা ভোগ করার তারাই ভোগ করবেন। তিনি আরো বলেন, আগে কর্মীদের মধ্যে একটা উৎসাহ দেখা যেত। পোলিং এজেন্ট ভোটার তালিকা দেখে দেখে খবর পাঠাতেন- এই এই ভোটার এখনো ভোট দিয়ে যাননি। সেই মতো আমরা তাগাদা দিয়ে ভোটারদের নিয়ে গিয়ে ভোট পোল করাতাম। এবার কিন্তু সেটা হয়নি। বাঁকুড়া আসনে তৃণমূলের মূল শক্তি বলতে জঙ্গলমহলের রাইপুর, রানীবাঁধ ও তালডাংরা এই তিনটি বিধানসভা। কিন্তু এখানে বিজেপির দিকে ব্যাপক হারে ভোট পড়েছে, যা তৃণমূলের চিন্তার বিষয়। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিতে না পারার ক্ষোভ তৃণমূলের বিপক্ষে গেছে বলে তাদের ধারণা।অন্যদিকে সিপিএম ভোটাররা -তৃণমূলকে শিক্ষা দিতে বিজেপিকেই ভোট দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জঙ্গলমহলে চুপচাপ যেভাবে ভোট হয়েছে তাতে বিজেপির প্রার্থী থেকে দলের সাধারণ কর্মীরা উৎফুল্ল।।এছাড়াও বাঁকুড়া সদর বিধানসভাটি তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বহূ আগেই।গত বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রমান রয়েছে।বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে তৃণমূল নেত্রী তথা তৎকালীন পুর প্রধান শম্পা দরিপা কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দীতা করে তৃণমূল প্রার্থী মিনতি মিশ্র কে হারিয়ে বিজয়ী হন।বিজেপি প্রার্থী ডা সুভাষ সরকার বলেন একশোর বেশী বুথে ওরা ছাপ্পাভোট দিয়েছে তার মধ্যে মানুষ স্বত :স্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসে চুপচাপ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।এই অঙ্কে সুভাষ বাবু নিশ্চিত তার জয় অবধারিত।সুভাষবাবুর যদি এই অঙ্ক হয় তবে সুব্রত বাবুর অঙ্ক , গত ৪০ দিন আমি বাঁকুড়ায় থেকে প্রায় প্রতিটি গ্রামে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাদের মন জোড়া ফুলের দিকেই পড়ে আছে। বিজেপি এখন নিজে নিজে সান্ত্বনা নিচ্ছে। তিন দলই এখন বুথওয়ারি ফল বিশ্লেষণ চালিয়ে যাবেফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত।

রাজনৈতিক দলগুলির নীতিহীন রাজনীতি

প্রদীপ কুমার দত্ত

বর্তমান লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সিপিএম, কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে এই দলগুলির রাজনীতি থেকে নীতির বালাই দূর করে দিয়েছে। বিজেপি নিজেকে 'পার্টি উইথ ও ডিফারেন্স' বলে দাবি করে। সেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, নীকিতর বালাই রাখাই দরকার নেই, যে ভাবে হোক জেতাটাই বড় কথা। পশ্চিমবঙ্গের দলের নেতাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কথা বলে যাঁদের প্রার্থী করা হয়েছিন ২০১৬ সালের বিধানলভা নির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি কথা হয়েছিল তাঁরা কেউ জিততে পারেননি। পলে এই লোকসভা নির্বাচনে আর নীতি, আদর্শ, স্বচ্ছতা---এসব বিচারের দরকার নেই। বাস্তবে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ এসবের বালাই বিজেপির রাজনীতিতে কোনওদিনই ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যে তা এতদিন তাঁরা বলেননি। সর্বভারতীয় সভাপতির এই নির্দেশ শিরোধার্য করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন দলের দরজা তাঁরা এত বড় করে রেখেছেন যে যেকোনও লোককে গ্রহণ করতে তাঁদের অসুবিধা নেই। প্রার্থীর গায়ে দুর্নীতির দাগ থাকলেও অসুবিধা নেই।

তাঁদের কিছুতেই কিছু আস না। বিজেপি তাকে সাদরে গ্রহণ করে নেবে, জেতাটাই আসল। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা বলেছিলেন 'ভাগ মুকুল ভাগ', সেই মুকুল রায় আজ লোকসভা নির্বাচনে তাঁদের অন্যতম কাণ্ডারি। তাঁর ভরসায় বিজেপি এ রাজ্যে কিছু আসন জেতার কথা ভাবছে। উত্তর চবিবশ পরগনার এক দাপুটে তৃণমূল বিধায়ক লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এতদিন তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে

বহু কথা বলেছিলেন, কয়েক মাস আগেও বিজেপিও তাঁর বিরুদ্ধে যে সব বাছা বাছা বিশেষণ দিয়েছিল সেগুলি ভুলে গিয়ে তাঁকে সাদরে দলে বরণ করে নিয়েছে এবং লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থীও করেছে। তিনি এখন পঞ্চায়েত ভোটে হত্যার চিত্রগুলি দেখতে পাচ্ছেন। অথচ এই অভিযোগগুলির অনেকেগুলিই তাঁরা নামেই।

অবশ্য বিজেপি শুধু নয়, সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতি দলগুলি মুখে না বললেও তারাও কোনও নীতি-আদর্শের ধারা ধারে না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের তিন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেও কংগ্রেস দলথেকে পদত্যাগ করেনি, কারণ দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁদের বিধায়ক পদ চলে যেতে পারে। কিন্তু যেই তাঁদের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী করল তখন তাঁরা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেসের এক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্যসভার সদস্য হয়ে গেলেন। এখন আবার লোকসভা নির্বাচনে তৃমমূলের প্রার্থী। উত্তর মালদার বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ এবার একই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী সিপিএম বিদায়ক, যিনি গতবারওই কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে বামপন্থী দল সিপিএম থেকেও বহু নেতাকর্মী, বিধায়ক, এমনকী সাংসদরাও তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিতে চলে যাচ্ছেন। এতদিন এমন বামপন্থীর চর্চা তাঁরা করেছেন। নির্বাচনে দু'চারটি আসন পাবার জন্য সিপিএম কংগ্রেস নেতৃত্বের হাতেপায়ে ধরছে। কংগ্রেসকে তারা গণতান্ত্রি ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে আখ্যা দিচ্ছেন। তারা ভুলে যাচ্ছে, কংগ্রেসই এক সময় দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল, টাডা, পোটা, আফস্পা প্রভৃতি কালা কানুন জারি করেছিল। ভাগলপুর, নেলি প্রভৃতি বিভিন্ন দাঙ্গার পিছনে তাদের হাতে ছিল, বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের খুশি করতে চেয়েছিল, যার পরিণামে এই মসজিদ ধ্বংস হয়। কংগ্রেসও কম হিন্দুত্বের চর্চা করছে, দেখাতে চাইছে তারাও কম হিন্দু নয়। এমন একটি দলকে কি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দল বলা যায়? দেশজুড়ে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যেখানে প্রয়োজন ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা, সেখানে সিপিএম নির্বাচনে কয়েকটি আসন লাভের জন্য কংগ্রেসের পিছনে ছুটছে। দীর্ঘদিন ধরে, বিশেষত ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে সিপিএম বামপন্থার চর্চা ছেড়ে কীভাবে ক্ষমতায় থাকা যায়, নির্বাচনে আসন বাড়ানো যায়, তার জন্য নানা অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করেছে। তাই সিপিএমের বিধায়ক, সাংসদরা সিপিএম ছেড়ে অন্য দলে চলে যাচ্ছেন, যদি অন্য দলে গিয়ে ভোটে জেতা যায়।

এক দলের হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে অন্য দলে চলে যাওযা আটকাতে দলত্যাগবিরোধী আইন পাশ হয়েছিল। কিন্তু তাতে দলত্যাগ বন্ধ হয়নি কারণ রাজনীতি থেকে নীতির বালাই উঠে গিয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

(সৌজন্যঃ স্টেটসম্যান)

অপারেশন মরিচঝাঁপির রহস্য

প্রদীপ রাজ

১৯৭৮-৭৯-এর সুন্দরবনের মরিচঝাঁপির কথা বলা হচ্ছে। নিজেদের শ্রমে, প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ও কিছু দরিদ্র মানুষের সাহায্যে দণ্ডকারণ্য থেকে আসা উদ্বাস্তুরা জনহীন দ্বীপে যে জনপদ গড়ে তোলেন, সেখান থেকে তাদের কী বলে-বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার, নাকি জোর করে উঠিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল? সরকার তথা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের দাবি, বলে বুঝিয়ে তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, বলপ্রয়োগ করা হয়নি। বলতে গেলে উদ্বাস্তুরা একরম স্বেচ্ছায় চলে গেছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এই দ্বীরে বাস করা যায় না। যাঁরা উদ্বাস্তুদেরভুল বুঝিয়ে এই দ্বীরে এনেছিল, সরকার একটু কড়া হাতেই সেই নেতারা কেটে পড়েন। সরকারের এই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান মরিচঝাঁপির ভুক্তভোগীদের। তাঁদের অভিযোগ, ভয়ানক অত্যাচার করে নৃশংসভাবে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করা হয়েছে। কয়েকশো মানুষেক মেরে ফেলা হয়েছে এবং আরও বহুশত মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এরকম বর্বরতার নজির পৃথিবীতে বেশি নেই।

বাম সরকারের পতনের পর রাজ্যের একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মরিচঝাঁপির প্রশ্নটা অনস্বীকার্য কিছুটা তীব্রতা পেয়েছে।

মরিচঝাঁরির অন্যতম ভুক্তভোগী রাধিকা রঞ্জন বিশ্বাসের লেখা থেকে জানা যায়—২২ মার্চ ১৯৭৯ -এর করালখালি নদীর পাড়ের একটি দৃশ্য। সহৈ সময়ের জনতা দলের তিন সামসদ প্রসন্নভাই মেহতা, মঙ্গলদেও বিশারদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে এসেছেন মরিচঝাঁপির পরিস্থিতি দেখতে। করালখালি নদীতে ভাটায় জল নেমে গেছে। লঞ্চ তাই পানের কাছে ভিড়তে পারেনি। যেখানে লঞ্চ ভিড়ল, সেখান থেকে নেমে কাদা মাড়িয়ে সহগীসাথী সহ বেশ খানিকটা হেঁটে পাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন সংসদীয় প্রতিনিধি দল। মাঝপথে গিয়ে ঘাসের ভিতরে কাদার ওপর ৫-৬ টি উলঙ্গ শিশুর মৃতদেহ দেখে থমকে দাঁড়ালেন তাঁরা। জিজ্ঞাসু চোখে পাশেরলোকজনের দিকে তাকালেন প্রসন্নভাই মেহতা। থাঁকে জানানো হল যে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মরিচঝাঁপির যে শিশুরা মারা গেছে, এই দেহগুলি তাদেরই কযেকটি। রাধিকা বাবু লিখেছেন, স্পষ্ট দেখলাম প্রসন্নভাই মেহতার চোখে জল। এভাবে শয়ে শয়ে শিশু মরেছিল মরিচঝাঁপিতে। যার হিসাব কোনও দিন পাওয়া যায়নি, যাবেও না। দেশ গড়তে এসে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া গরিব কৃষিজীবী বাঙালিদের হিসেব পাওয়া যে অসম্ভব সে কথা বলেছিলেন অশোক চৌধুরীও। সাবেক ২৪ পরগনার দক্ষিণ বাগে আর এস পি-র সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মরিঝাঁপি দ্বীপে উদ্বাস্তুদের 'নেতাজি নগর' নির্মাণ এবং তাদের স্বপ্ন জ্বালিয়ে দেওয়া কাছ থেকে দেখেছিলেন অশোকবাবু। বাম সরকারের 'অপারেশান মরিচঝাঁপি' শেষ হওয়ার একদিন পর ১৮-ই মে ১৯৭৯ মুমিরমারির পাড় থেকে লঞ্চে উঠেছিলেন তিনি করালখালি-হিঙ্গলগঞ্জ থেকে দু'হাজার ক্যাডার ঢুকিয়েছে সি পি এম মরিচঝাঁপিতে। এরাই আগুন লাগায়। লঞ্চের সাংরে বলল, আর যাওয়া যাবে না সামনে। কুমিরের

ঝাঁক এসেছে। বড়ি খেতে। বড়ি নিয়ে ঝাপটা ঝাবটি করছে। মরিঝাঁপির বড়ি।

প্রকৃত সত্য ঘটনা জানতে মরিচঝাঁপি নিয়ে গণগুনানির প্রস্তাব দিয়েছিলেন নির্মলকান্তি ঢালি। 'নেতাজি নগর বিদ্যাপীঠ'-এর প্রধান শিক্ষক। যাঁর চোখের সামনে উদ্বাস্তুদের হাতে তৈরি বাঁশ-পাতা-গোলপাতার বানানো স্কুলের ঘরগুলিকে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল। নির্মলকান্তিবাবু গণশুনানির প্রস্তাব দিয়ে বলেন, কুমিরমারি, সাতজেলিয়া, মোল্লাখালি ইত্যাদি দ্বীপে সেদিনের কিছু মানুষজন এখনও আছেন। তাঁদের ডাকা হোক। তাঁদের কথা শোনা হোক। তাদের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলুন। ভয়-ডরের মুখে নয়, নিরাপদে তাঁদের বলতে দেয়া হোক। তাহলেই বেরিয়ে আসবে মরিচাঁঝাপিতে সেদিন কী হয়েছিল। সরকার শেষকথা বলে না। পুলিশ শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে মানুষ । মরিচঝাঁপির আর এক ভুক্তভোগী রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস বলেন, উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে সাক্ষীদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে গণশুনানির ব্যবস্থা করা হোক।

নির্মল কান্তি ঢালি একন থাকেন মালকানগিরিতে। দণ্ডকে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি এবং রাধিকারঞ্জন দুজনেই প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের কণ্ঠস্বর কোথাও পৌঁছায় না।

চাপে পড়ে তবু একটা গণশুনানি হয়ে গেল। অন্যরকম গণশুনানি। নির্মলকান্তি ঢালি বললেন, রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস বললেন। আর এস পি-র প্রাক্তন বিধায়ক ও বিশিষ্ট নেতা অশোক চৌধুরী বললেন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ কুমিরমারি পারে পুলিশের গুলি খেয়ে এক পা খোয়ানো সন্তোষ সরকার বলেন, বললেন ওই ৩১ জানুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে নিহত আদিবাসী রমণী মেনি মুন্ডার বড়ো ছেলে বলরাম মুন্ডা। আর ও অনেকে বলেছেন। যেমন---সেদিনের টাইগার প্রজেক্টে র লঞ্চ 'সগাল'-এর সারেং বাদল সরকার, বনদফতরের কর্মী সুজিত গাঙ্গুলি,স মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়া বৃদ্ধা রাইমণি মিস্ত্রি, কুমিরমারির বৃদ্ধা আমেনা মন্ডল, সাতজেলিয়ার ফেরিওয়ালা শেখ মনিরুদ্দিন তরফদার, লাহিড়িপুর অঞ্চলের বিষ্ণুপদ বর্মন, এস সি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গোকুলানন্দ সরকার, কুমিরমারির আশুতোষ মালি, পঞ্চান মণ্ডল সহ আর্য্য অনেকে।

কী পাওয়া গেল এই শুনানি থেকে? শিউরে ওঠার মতো অনেক তথ্যয যেমন—

১) দণ্ডকারণ্যে বাঙালি উদ্বাস্তুদের যে নির্বাসনই হয়েছিল, তা বিশদে বলেছেন নির্মলকান্তি এবং আরও অনেকে। ব্যাপক হারে মৃত্যুর শুরু সেখান থেকেই। থাকার ব্যবস্তা নেই, জল নেই, খাবার নেই। থাকার য্যা বা ব্যবস্থা হল খেতে হয় অখাদ্য, কুখাদ্য,চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। মৃতের পাহাড় জমে ওঠে। কাঠ আর কেরোসিন দিয়ে পোড়ানোর চেষ্টা হয়। অর্ধদগ্ধ দেহ নিয়ে টানাটানি করে শেয়াল-কুকুর।ুড়ে আসে শকুনের পাল। দুর্গন্ধ ছড়ায় জীবিতদের শিবিরে শিবিরে। ধীরে ধীরে যদিও বা বাসজমি ও চাষজমি মিলল, সেখানেও বাসকরা ও চাষ করা দুটোই কঠিন। জলের দেশের মানুষ নির্জলা উপবাস কতদিন সহ্য করতে পারে? শুরু হয় পালানো।

২) ১৯৭৮-এ উদ্বাস্তুরণ্য ছাড়ার মূল কারম ছিল পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন বামফ্রন্ট নেতাদের উস্কানি ও আহ্বান। তাঁদের বলা হয়, বাংলার পাঁচ কোটি মানুষের দশ কোটি হাত উদ্বাস্তুদের বরণ করে নেবে। ১৯৭৮-এর ১৬ জানুয়ারি তেকে ১৯ জানুয়ারি বামফ্রন্টের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ ভাষণ দিয়েছিলেন, তা জানিয়েছেন নির্মলকান্তি ঢালি। তিনি মালকানগিরিতে দুটো জনসভায় হাজির ছিলেন। নিজেরা উদ্বাস্তুদের বাংলায় ডেকে এনে 'প্রতিক্রিয়াশীল' শক্তির ঘাড়ে বাম-বিরোধী ষড়যন্ত্রের দায় চাপিয়েছিলেন সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ অন্য নেতারা। বাম-বিরোধী ষড়যন্ত্রে জুজুটা সেই সময় তেকেই দেখানো হচ্ছে। মরিচঝাঁপি থেকে উচ্ছেদ করতে সরকার যখন অমানবিক ব্যবস্থা লি, রাম চ্যাটার্জী ও অশোক ঘোষ 'স্পিকটি নট' । কুমিরমারির বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাম চাটার্জী। কয়েকশো মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে এবং আরও বহুশত মানুষকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে এ কী ধরনের সাহায্য? কেন তিনি দ্বীপ অবরোদের বিরুদ্ধে কথা বলেননি? কেন পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর প্রতিবাদ করেননি? কেন অসহায় বিপন্ন পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াননি? অশোক ঘোষ কেন নীরব ছিলেন? এই কেন-র উত্তর পাওয়া যায়নি, যাবেও না।

৩) মরিচঝাঁপিতে যারা এসেছিল, একটা সুন্দর বাসভূমি নির্মাণের বুদ্ধি ও ক্ষমতা তাদের ছিল। তারা 'অশিক্ষিত' 'ছোটলোক' কিন্তু তাদের স্বপ্নে কোনও খাদ নেই। স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার শ্রমে ক্লান্তি নেই। জোয়ারের জল আটকাতে বাঁধ দিয়েছিল। ভেড়ি করেছিল, চিংড়ির চাষ চলছিল, স্কুল হয়েছিল। নিয়মিত স্কুল চলত, ক্লাশ হত। ডাক্তারখানা হয়েছিল, প্রাথমিক চিকিৎসা হত। নৌকা বানানোর কারখানা হয়েছিল। এই হওয়ার সাক্ষী। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা যাই বলুন না কেন, সত্যটা আর চাপা ছিল না। বরং উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে বন ধ্বংস কাঠ পাচারের অভিযোগ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মরিচঝাঁপির হতভাগ্য অধিবাসীদের একাদা প্রতিকবেশীরা। চোরাচালান যদি কেউ করে থাকে, সেটা ওখানকার ফড়ে বা দালালরা করেছে।

মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য করার পর কি সুন্দরবনে গাছ কাটা বন্ধ করা গেছে? প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। গাছ কাটা বন্ধ করা যায়নি। অন্যান্য বাসিন্দার সঙ্গে মরিচঝাঁপির সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল। জানা গেছে, অন্যান্য দ্বীপের বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে। পুলিশ যে মরিচঝাঁপির লোকদের সঙ্গে নৃশ্যস ব্যবহার করেছে, ক্যাডারবাহিনীর সাহয্যে, একথা খোলখুলি বলেছেন অনেকেই। পুলিশ প্ররোচনা দিত। গুলি চালিয়ে উদ্বাস্তুদের উত্তেজিত করত।

আরও বীভৎস অভিযোগ শোনা গেছে। বক্তারা বলেছেন 'বাস্তব'। যেমন আশুতোষ মালি বলেছেন, ৩০-৪০ টাকা রোজ দিয়ে অভাবী যুবকদের মরিচঝাঁপিতে পাঠাত পুলিশ। তারা উদ্বাস্তুদের ঘরেরচালা কেটে দিত। গর্ত খুঁড়ে পুলিশের গুলিতে নিহতদের মৃতদেহ সেই গর্তে চাপা দিত। পুলিশের লঞ্চের ধাক্কা মেরে উদ্বাস্তুদের মাথায় লগি মেরে আহত বা হত্যা করা হয়েছে। আশুতোষ মালি আরও বলেন, একশরও বেশী নৌকা এভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। বহু মানুষ মারা যায় সে সময়। রায়মঙ্গল, জিলা নদীতে বহু মানুষের পচাগলা দেহ উজান সুজান বইত। হাসনাবাদ সিন্ডিকেটের 'অর্ণব' লঞ্চের সারেং নন্দ জানা নৌকা ডুবিয়ে উদ্বাস্তুদের মাথায় লগির বাড়ি মারার জন্য এক হাজার টাকা পেয়েছিল। নন্দর মতো আরও কত নন্দ এখন নামাখানায় থাকে। হাসনাবাদের সিন্ডিকেটের ২৭ খানা লঞ্চ শুধু মরা মানুষ সমুদ্রে ফেলার কাজে নিযুক্ত ছিল।

আরও আছে, বাগানা ফরেস্ট অফিসে পুলিশ ক্যাম্পে বসে অফিসারেরা মদ খেত আর অধস্তনদের হুকুম দিত, যা কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে আয়। হুকুম পেয়ে সাধারণ পুলিশ কর্মীরা লঞ্চে টহল দিতে দিতে গুলি ছুঁড়ে ফুর্তি করত। অশোকে চৌধুরী বলেছেন মাঝারি অফিসারদের কীর্তিকলাপ পুলিশ সুপার জানতেও পারতেন না। উদ্বাস্তু মেয়েদের পাকড়াও করে এই বাগান ক্যাম্পে ধর্ষণ করা হত বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

৪) মরিচঝাঁপিতে আগুন লাগিয়েছিল কারা? সি পি এম-এর ক্যাডার দুষ্কৃতিবাহিনী। সেদিন বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। আজ বুঝতে অসুবিধা হয় না। হাতেখড়িটা হয় মরিচঝাঁপিতেই।

নবোত্থান

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার দায় কেন বিজেপি-র ওপর প্রশ্ন নেটিজেনদের

কলকাতা, ১৫ মে (হি . স.) : বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার দায় বিজেপি-র ওপর চাপানোর প্রতিবাদ উঠেছে বিভিন্ন মহলে। ফেসফুকে এ ব্যাপারে মুখর হয়েছেন নেটিজেনরা। 'সোসিও পলিটিক্যাল অবজার্ভার' এবং 'ব্লগার' দেবযানী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "৭০এর দশকে একবার বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল বাম-নকশালরা। আজও সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে বেশি লাফাচ্ছে বামেরাই। তবে কি বামেরাই এই ঘটনার জন্য দায়ী?"বিজনেস ডেভলপার' দীপশুভ্র দাস লিখেছেন, কয়েকটা প্রশ্ন করি ১) বিজেপির মিছিলে তৃণমূল আসবে কেন কালো পতাকা দেখাতে কি গো ব্যাক বলতে? এখানে বাকস্বাধীনতা তো নেই কারণ জয় শ্রী রাম বললে জেলে যেতে হয় ! ২) ওখানে বিজেপির মিছিল হবে জেনে ও তথাকথিত কলেজ পড়ুয়া আর প্রাক্তন পড়ুয়ারা সন্ধের পরেও কলেজে কি নিয়ে পড়াশোনা করছিলো? কি ভাবে মিছিলে ইঁট বৃষ্টি করা যায়? ৩) মাথায় টাক যে লোকটার কালো গেঞ্জি পরে দেখা গেলো ও ছাত্র? প্রতি বছর দুবার করে ফেল করলেও ওতোবড় টাক ছাত্রজীবনে কি মুশকিল !৪) বিদ্যাসাগর কলেজে ওইটুকু সময়ের মধ্যে অত কিছু কী করে ভাঙলো বিজেপি? তাহলে ওদের আসার অপেক্ষা না করে তথাকথিত ছাত্র ছাত্রীরা আগে থেকেই ভাঙতে শুরু করে দিয়েছিলো? ৫) এত লম্বা মিছিলে কোথাও ঝামেলা হলো না শুধুমাত্র কলকাতা বিশবিদ্যালয় আর বিদ্যাসাগর কলেজেই কেন ঝামেলা হলো? তথাকথিত ছাত্রছাত্রীরা ওখানে সন্ধ্যার পর ইঁটবৃষ্টি নিয়ে পড়াশোনা করছিলো বলে? ৬) ছাত্রছাত্রীদের সাথে ঝামেলায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙলো কি করে? নাকি নিজেরাই ভেঙে বাঙালির আবেগ নিয়ে খেলে উনিশ তারিখটাই লক্ষ্য?

৭) বিজেপির সবাই ভাঙচুর করেছে মারধর করেছে কিন্তু তাদের মাথা ফেটে হাসপাতালে গেলো কি করে ওই তথাকথিত ছাত্রছাত্রীদের ইঁটবৃষ্টি নিয়ে পড়াশোনার জন্যে?

বোধহয় এইরকম নোং রা রাজনীতি ছাড়া শিক্ষিত মানুষদের থেকে ভোট টানার আর কোনো উপায় ছিলো না?'মহাকাল অধিকারী লিখেছেন, "বাঙালি জানে কারা বাংলার বিধানসভায় ভাঙচুর করেছিল ! বাঙালি জানে কারা সত্তর দশকে কলেজস্ট্রিটে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল। বাঙালি জানে কিছুদিন আগে কারা নারকেলডাঙ্গায় নেতাজির মূর্তি ভেঙেছিল। বাঙালি জানে কারা কিছুদিন আগে বাংলায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভেঙেছিল। বাঙালি জানে অরবিন্দ বিবেকানন্দের ভূমিতে জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান রুখতে কোন দুই শক্তি মরিয়া হয়ে হাত মিলিয়েছে। বাঙালি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে হিসাব নেবে।"আইবিএম-ইন্ডিয়ার আধিকারিক দীপ্তাস্য যশ লিখেছেন, "যারা কলেজের আড়াল নিয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিলে ইট ছোড়ে আর শেষে ঘটনা ধামাচাপা দিতে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে তাদের নিজেদের ছাত্র বলার অধিকার নেই। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ইতিহাস যাদের আছে তারাই এখন তৃণমূলের সাথে।এটাও মনে রাখা দরকার। ডায়মন্ড হারবারের হিন্দুদের উপরে হামলার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই আজকে অমিত শাহজীর মিছিলে পরিকল্পিত আক্রমণ করা হোল নজর ঘোরাতে।প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ - মূর্তি তৃণমূল মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ভেঙেছে। আমরা কলেজের ভেতরে ঢুকতে পারিনি। পুলিশ তালা বন্ধ করে দিয়েছিল।জানিনা খবরে পুরো ঘটনা দেখাচ্ছে কিনা। দেখালে দেখতে পাবে প্রথমেই যখন আমরা পাল্টা দিতে শুরু করি তখনই তৃণমূল কলেজের ভেতরে পালায় আর পুলিশ তালা বন্ধ করে দেয়। পরিষ্কার কথা ইট মারলে পাটকেল, পাটকেল মারলে খানকা। এবার বাংলা,পারলে সামলা।"রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা সহকারী পরিচালক নীলাঞ্জনা বেরা লিখেছেন, "রোড শো করতে করতে হঠাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে ঢোকার প্রয়োজন এর কারণ কি. ..??? শেষ ইলেকশন এর আগে জাস্ট টেরর ক্রিয়েট করা..।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

পরাজয়ের ভয়ে ভীত মমতা, তাই গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ : দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ

মুম্বই ও কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.): শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-র শোভাযাত্রাউকিন্তু, রোড শোয়ে ইট ছুড়ে আক্রমণ চালিয়ে প্রথমে গোলমাল বাধায় তৃণমূলউ এমনকি রোড শো শুরু হওয়ার আগেই পোস্টার-ফেস্টুন খুলে দিয়ে প্ররোচনা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারউ তাণ্ডব চলে বিদ্যাসাগর কলেজেউদ্বিশতবর্ষে ভেঙে ফেলা হয় মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিউ অমিত শাহের রোড শোয়ে হামলার ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশউ বুধবার সকালে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ বলেছেন, 'পরাজয়ের ভয়ে ভীত মমতাজী, তাই গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করছেন তিনিউ এমনকি কাউকে প্রচারও করতে দিচ্ছেন না তিনিউ' এই হামলার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণের আর্জি জানিয়ে দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ জানিয়েছেন, 'অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধউ'এদিকে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-এর বিরুদ্ধে কলকাতার আমহার্স স্ট্রিট থানায় দায়ের হল এফ আই আর উ পাশা পাশি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির রোড শো-কে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অভিযোগে বিজেপির বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব বিরোধীরাউ সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ওউ রুধবার রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে বুধবার মিছিলের ডাক, রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ১৫ মে (হি .স.) : বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।এদিকে, নির্বাচনী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি।মূর্তি ভাঙার ঘটনায় ইতিমধ্যেই রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। এবার এই বিষয়ে কমিশনের সঙ্গে বুধবার এক বিশেষ বৈঠক করার আবেদন জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে হেদুয়া অবধি বামফ্রন্টের প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। বেলা ১১টায় প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত থাকার কথা সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, বিমান বসু, নীলোৎপল বসু সহ বামফ্রন্ট নেতৃত্বের। সমাবেশের ডাক দিয়েছে এপিডিআর-ও।

শচিন পাইলটকে কলকাতায় এনে প্রচারে ধার বাড়াচ্ছে কংগ্রেসও

কলকাতা, ১৫ মে (হি . স .) : শেষ ভাগে কেন্দ্রীয় নেতাকে কলকাতায় এনে প্রচারের ধার বাড়াতে চাইছে কংগ্রেস। বুধবার সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতায় রোড শো এবং দক্ষিণ কলকাতায় জনসভা করবেন রাজস্থানের উপ মুখ্যমন্ত্রী শচিন পাইলট। এদিন গণেশ টকিজের সামনে পৌনে ছ'টায় হবে রোড শো। এর পর নটবর দত্ত রো-তে সওয়া সাতটায় এবং ভবানীপুরে যদুবাবুর বাজারের সামনে জনসভা হবে রাত ৮টায়। দলের তরফে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, এদিন রাতে শচিনবাবুর ফিরে যাওয়ার কথা। তাই তাঁর আগামীকালের প্রস্তাবিত সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করা হচ্ছে।

দিল্লির নাঙলৈ-তে কাপড়ের দোকানে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কমছে না বরং দিন দিন আরও বেড়েই চলেছেউ ফের অগ্নিকাণ্ড দিল্লিতেউ এবার ভয়াবহ আগুন লাগল আউটার দিল্লির নাঙলৈ এলাকায় অবস্থিত একটি কাপড়ের দোকানেউ বুধবার সকাল ৯.৫০ মিনিট নাগাদ নাঙলৈ এলাকায় অবস্থিত একটি কাপড়ের দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট চারটি ইঞ্জিনউ আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকল কর্মীদের প্রায় দেড় ঘন্টারও বেশি সময়ের চেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘড়ির কাঁটায় সকাল তখন ৯.৫৫ মিনিট হবে, দমকলে ফোন করে অবহিত করা হয় নাঙলৈ এলাকায় অবস্থিত একটি কাপড়ের দোকানে আগুন লেগেছেউঅগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট চারটি ইঞ্জিনউদমকল কর্মীদের প্রায় দেড় ঘন্টারও বেশি সময়ের প্রচেষ্টায় সকাল ১০.৪০ মিনিট আয়ত্তে এসেছে আগুনউ কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেউ প্রাথমিক তদন্তের পর দমকলের অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই সম্ভবত আগুনের সূত্রপাত।

মূর্তি ভাঙা নিয়ে শাসক দলের ওপর ক্ষোভ বিদ্বজ্জনেদের

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা নিয়ে শাসক দলের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। শিক্ষাবিদ তথা গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, "বিদ্যাসাগরের মূর্তি কেন ভাঙা হল? এত বড়োসড়ো পদযাত্রা সংগঠন যারা করতে পারে, তারা মূর্তি ভাঙবে কেন? কিছু অর্ধশিক্ষিত বিষ্ণুমাতা কর্ণ মা-কে নিয়ে যতই বলে বেড়াক, এটা অসম্ভব। তদন্ত হোক। তার আগে একটু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা হয়ে যাক! বিপ্লবের দম দেখি।"এবিভিপি-র রাজ্য সভাপতি তথা ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজির শিক্ষক সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, কলকাতা পুলিশের লাঠিচার্জে ছাত্র আহত হয়েছে। অভিজিৎ বিশ্বাস সহ আরও ২ জনকে পুলিশ মেরে তাদেরকে গ্রেপ্তার করলো। ধিক্কার জানাই প্রশাসনকে! টিএমসিপি-র ছেলেরাই বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে, বাইক জ্বালিয়েছে, বিজেপি"র ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে মদের বোতল, ইট ছোড়া হয়েছে। টিএমসিপি'ই ছাত্রদের কলেজে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। টিএমসি- কেই এই দায় নিতে হবে।

এনথ্রোপলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার জৈবসায়ন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন, "একদল রোড শো করছে, সেখানে অন্য দল কেন গো ব্যাক বলবে, বুঝলাম না। পুলিশ কি করছিল, এমন ঘটনা ঘটুক চাইছিল? মূর্তি ভাঙার ফুটেজ নেই কেন?"

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এককালে প্রথম স্থান অধিকারী গৌতম রায় লিখেছেন, কলকাতা বিশ্ববিব্যিালয় ও বিদ্যাসাগর কলেজের ভিতর থেকে অমিত শাহের রোড-শোর উপর টিএমসিপি-র ইঁট ছোঁড়ার এবং তার পাল্টা হামলায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভাঙচুর গত কয়েক বছরের একতরফা তৃণমূলি তাণ্ডবের এক ধরনের জবাব ন বিদ্যাসাগরের মূর্তি কে ভাঙল, তার প্রমাণের জন্য অপেক্ষা না করেই শাসক দল বাংলার সংস্কৃতির জন্য মড়াকান্না শুরু করেছে ন বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙায় বিজেপির লাভ কী? বরং বিজেপির উপর এই দায় চাপাতে পারলে বাঙালি প্রাদেশিকতার আগুনে হাত সেঁকে নেওয়ার নতুন উপলক্ষ মিলে যায় ন ভুল ছন্দে অজস্র বাংলা কবিতা, ভুল পদবিন্যাসে অফুরন্ত বাংলা গদ্য লিখে ফাটিয়ে ফেললেও, ভুল বাংলা উচ্চারণে, ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে, এর উদ্ধৃতি নিয়ত ওর ঘাড়ে চাপিয়ে যাত্রাপালার ঢঙে অশ্রাব্য বক্তৃতার ফুলঝুরি ফোটালেও বাংলার সংস্কৃতির প্রধান ঠিকাদার ও তাঁর বশংবদদের সেই সংস্কৃতির জন্য মড়াকান্না দেখে-শুনে মনে পড়ে যাচ্ছে জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির বনেটের উপর উঠে নৃত্যরতা জিনস-পরিহিত এক উদীয়মানা অগ্নিকন্যার তাণ্ডবের দৃশ্য ন সংবাদপত্রের ফোটো আর্কাইভে সেই ছবি থাকার কথা ন ছবি না থাকলেও খবরটি এখনও ইন্টারনেটে পাওয়া যায় ন তবে তা পড়ে কোনও সংস্কৃতি-সচেতন বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে শিহরিত, এমনকী বিন্দুমাত্র লজ্জিত হতে দেখা বা শোনা যায়নি ন নিজেদের রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী ভেবে পরম শ্লাঘা বোধ করলেও আম বাঙালি এখন যার হাত ধরে সেই সংস্কৃতির চর্চা করে চলেছে, তার সংকীর্ণ, রণং দেহি, আগ্রাসী ও গ্লানিক্লিন্ন প্রাদেশিকতা থেকে ওই মনীষীরা আদ্যোপান্ত মুক্ত ছিলেন ন

শিক্ষক সুব্রত দে লিখেছেন, "বিজেপির শান্তি পূর্ন মিছিল রোডশোয়ে তৃনমূলের ইট পাথর ছুড়ে আক্রমন।তারপর নিজেরাই বিদ্যাসাগর মূর্তি ভেঙে বিজেপির উপর দোষ চাপানোর অশুভ চক্রান্তকে ধিক্কার জানাই।কলেজের সিসিটিভি ফুটেজ এবং মিডিয়ার ফুটেজ পরীক্ষা করে অবিলম্বে এদের গ্রেফতার করতে হবে।বিরোধীদলের উপর শাসকদলের এই ঘৃন্য চক্রান্ত শাসকদলের মৃত্যুঘন্টা বাজারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আগে রাস্তা পরে ভোট হুঁশিয়ারি তালদির গ্রামের মানুষজনের

ক্যানিং, ১৫ মে (হি. স.) : গত তিরিশ বছর ধরেই এলাকার চলাচলের রাস্তার বেহাল দশা। বারে বারে রাজনৈতিক নেতারা প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনো পর্যন্ত হাল ফেরেনি এলাকার এই রাস্তার। রাস্তার পাশাপাশি বেহাল দশা এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থার। সেই কারণেই এবারে লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাদের দাবী আগে রাস্তা পরে ভোট, তারা সকলে একজোট। তাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের গাজীপাড়া, উত্তর পাড়ার মানুষজন ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন।দীর্ঘদিন বামফ্রন্ট এলাকায় পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা সব জায়গাতেই ক্ষমতায় ছিল। সেই সময় সেভাবে কোন কাজ হয়নি। গত পনেরো বছর ধরে এই এলাকায় কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার মানুষজন। বামেদের হাত থেকে তালদি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল ছিনিয়ে নেওয়ার পর এই এলাকায় মাটির রাস্তার উপর ইট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রায় বছর পনেরো আগে। কিন্তু দু এক বছরের মধ্যেই সে রাস্তা অনেক জায়গায় ভেঙে যায়। ফলে গত কয়েকবছরে আরও খারাপ অবস্থা হয়েছে ওই রাস্তার। বর্ষার সময় মানুষ এই রাস্তা থেকে একেবারেই চলাচল করতে পারেন না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাওয়া আসার পথে পড়ে গিয়ে আহত হয় বলে অভিযোগ। এলাকার প্রায় হাজার খানেকের বেশী মানুষজন এই রাস্তা ও জল নিকাশির জন্য সমস্যায় ভুগছেন। খারাপ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে হাত, পা ভাঙছে এলাকার বাসিন্দাদের। বারে বারে এ বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে বলে ও কোন লাভ হয়নি। আর সেই কারণেই এবারের লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন তারা। গ্রামবাসীদের এই সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কালিচরণ মাল। তবে তার দাবী, গ্রামবাসীদের দাবী মেনে নতুন ইটের রাস্তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা ইটের নয় কংক্রিটের রাস্তার দাবী করছেন। সেই কারণেই এই রাস্তার কাজ বন্ধ রয়েছে।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

জিবনতলা, ১৫ মে (হি. স.) : এলাকায় বিজেপি করার অপরাধে দীপঙ্কর গায়েন নামে এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জিবনতলা থানার গাব্বনী গ্রামে। গুরুতর জখম অবস্থায় আহত দীপঙ্কর গায়েনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।দুদিন আগে ক্যানিংয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের সভা ছিল। সেই সভার সমর্থনে এলাকায় বিজেপির ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগিয়েছিল দীপঙ্কর সেই কারণেই তার উপর বুধবার সকালে অতর্কিতে হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সরোজ ওঝা, মনোজ ওঝাদের বিরুদ্ধে। দুদিন আগেও অমিত শাহের সভা জন্য প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন এই দীপঙ্কর গায়েনের দাদা শ্রীবাস গায়েন তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই জিবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিবনতলা থানার পুলিশ। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

ভাঙরে শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি

ভাঙর, ১৫ মে (হি. স.) : ভাঙড়ে ঢুকল ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুধবার সকাল সকাল রুট মার্চ ভাঙড়ের বিভিন্ন এলাকা সহ পাওয়ার গ্রীড এলাকায়। এদিন পাওয়ার গ্রীড এলাকায় রুট মাচের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর অফিসাররা। আস্বস্থ করেন ভোট দেওয়ার এবং সমস্যা হলে জানানোর। কাশিপুর থানার অফিসার দের সঙ্গে নিয়ে ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রীড এলাকা শ্যামনগর, খামারআইট, মাছি ভাঙা এলাকায় রুট মার্চ করলেন সামরিক বাহিনী। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ভাঙড় বিধানসভার কাশীপুর, ভাঙড় ও কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা মিলিয়ে মোট ১৮ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে ভাঙড়ে। ভাঙড় ১ ব্লকের ৩ টি ও ভাঙড় ২ ব্লকের ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা মিলিয়ে মোট বুথের সংখ্যা ২৭৭ টি। যার মধ্যে আবার ১১১ টি বুথকে স্পর্শকাতর বা অতি স্পর্শ কাতর হিসাবে ধরা হয়েছে। ৫টি মহিলা পরিচালিত বুথ ও ২৫ টি ওয়েব কাস্টিং বুথও থাকছে। মোট ১৬০ টি ভোট গ্রহন কেন্দ্র ও ১০ টি কুইক রেসপন্স টিম মিলিয়ে প্রায় আঠারোসো সেনা জওয়ান ভোটের দিন ভাঙড়ে মোতায়েন থাকবেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ভাঙড়ে মোট ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৫৬ জন ভোটার আছেন। যাঁদের মধ্যে ৩২৩৭ জন ভোটার বিশেষ ভাবে সক্ষম। সবমিলিয়ে আড়াই লক্ষ ভোটার যাতে সুষ্ঠ ও অবাধ মতদান করতে পারেন তাঁর জন্য বিতর্কিত ভাঙড়ে অভাবনীয় উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে নোংরা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি, শেষের দিন গণনা শুরু তৃণমূলের : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে নোংরা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করেছে তৃণমূল কংগ্রেসউ তৃণমূল নিজেদের শেষের দিন গণনা শুরু করে দিয়েছেউবুধবার সকালে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'মমতা দিদির হিম্মত থাকলে, কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়ে প্রমাণ করুন বিজেপি ঝামেলা শুরু করেছিলউ'মঙ্গলবার বিকেলে শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-র শোভাযাত্রাউ উত্তর কলকাতা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহার সমর্থনে শোভাযাত্রা করছিলেন তিনিউ বিজেপির অভিযোগ, রোড শোয়ে ইট ছুড়ে আক্রমণ চালিয়ে প্রথমে গোলমাল বাধায় তৃণমূলউ তৃণমূলের হামলার প্রেক্ষিতে বুধবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'বিজেপি গোটা দেশের প্রতিটি রাজ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে,আর মমতা দিদির তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনে লড়ছেউ ছ'দফার ভোটে ভারতবর্ষের কোথাও কোনও ঝামেলা হয়েছে? তাহলে, পশ্চিমবঙ্গে যে ঝামেলা হচ্ছে কে করেছে মানুষ রুঝতে পারছেন। অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'রোড শো প্রায় আড়াই ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলেছেউ যে সংখ্যায় ভিড় হয়ে মানুষের সমর্থন ছিল, তাতে মমতা দিদির রাগ হয়েছিলউ নির্দিষ্ট সূচনা থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের বিক্ষোভ বিরত করার অথবা তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা করেনি পুলিশউ' সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কলেজের গেট খোলা রাখা প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, 'সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট নাগাদ কলেজের গেট খোলা রাখা হয়েছিল কেন? গেটের চাবি কার কাছে থাকে?কলেজ বন্ধ থাকার সময়েও কেন বাইরের লোক ভিতরে ছিল? মমতা দিদির হিম্মত থাকলে,কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়ে প্রমাণ করুন বিজেপি ঝামেলা শুরু করেছিলউ' অমিত শাহ দাবি করে বলেছেন, 'কলেজের বাইরে রাস্তায় ছিল বিজেপি কর্মীরাউ কলেজের ভিতরে ছিল তৃণমূল কর্মীরাউ কলেজের গেট বন্ধ থাকলে মূর্তি ভাঙল কে? মূর্তি ছিল ঘরের মধ্যে, তালা ভাঙল কে?বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে তৃণমূলউ' মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে ফেলা প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে নোংরা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে তৃণমূল নিজেদের শেষের দিন গণনা শুরু করে দিয়েছেউ মমতা দিদি বুঝতে পেরেছেন, মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আর নেইউ তাই মনীষীদের নিয়ে রাজনীতি করে মানুষকে আবেগপ্রবণ করতে চাইছেনউমানুষ বিজেপির পাশে আছেনউ আগামী ২৩ মে বিজেপি ৩০০-র বেশি আসন নিয়ে 'আবার একবার মোদী সরকার' ক্ষমতায় আসবে এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৩টির বেশি আসনে জয়ী করে বাংলার মানুষ আশীর্বাদ করবেনউ' উল্লেখ্য, এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং প্রকাশ জাভড়েকর-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

হলুদ গাছের রোগ আক্রমণ ও প্রতিকারের উপায়

হলুদ গাছে সাধারণত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। লিফ ব্লচ বা পাতা ঝলসা রোগ লিফ স্পট বা পাতায় দাগ রোগ এবং কন্দ বা হলুদের মোথা পচা রোগ। প্রথম দুটি রোগ এখন হলুদ গাছে দেখা যাচ্ছে।এ রোগ দুটোর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।

পাতা ঝলসা রোগ ঃ এ রোগে আক্রান্ত হলুদ গাছের পাতার উভয় পিঠেই প্রথমে অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগগুলো পাতার শিরারসমান্তরালে অবস্থান করে। ধীরে ধীরে দাগ বড় হতে থাকে এবং অনেকগুলো ঝলসে ফেলে। তীব্রভাবে আক্রান্ত পাতা শেষে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত শুকনো পাতা জমিতে পড়ে থাকলে সেখান থেকে বাতাসের সাহায্যে এ রোগের জীবাণু অন্যান্য সুস্থ গাছেও ছড়িয়ে পড়েও ক্ষেতের বিশেরভাগ গাছের পাতাকে ঝলসে ফেলে। ব্যবস্থাপনা এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিয়মিত ক্ষেতে গিয়ে গাছ দেখতে হবে। আক্রমণের শুরুতেই রোগাক্রান্ত পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেললে রোগ আর বাড়তে পারে না। এরপরও রোগ দেখা দিলে প্রতি ১০ লিটার জলে (১ স্প্রে মেশিন জল) ১০ মিলিলিটার (২ চা চামচ) ফলিকুর অথবা ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ডায়থেম এম ৪৫ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে পাতার দু'পাশেই ভাল করে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্য রোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকি বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিসিটিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। একই জমিতে পরপর দুই থেকে তিন বছর হলুদের চাষ না করা ভাল।

পাতায় দাগ রোগ ঃ

একটানা উচ্চ আর্দ্রতাসম্পন্ন আবহাওয়া এ রোগের অনুকুল। ঘনঘন বৃষ্টি ওগরম এ রোগ বাড়িয়ে দেয়। এ দেশে সাধারণত আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত ও ঐ রোগ চলতে থাকে। আক্রান্ত গাছের শুকনো পাতার মধ্যে এ রোগের জীবাণু এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সেখান থেকে বাতাস, জল ইত্যাদি দ্বারা রোগ ছড়ায়। কোলেটুট্রিকাম ক্যাপসিকি নামক ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় আয়ত গোলাকার দাগ পড়ে। দাগের চারপাশে বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি বলয় থাকে এবং দাগের মাঝখানে থাকে ধূসর রং। গোটা দাগের চার পাশে হলুদ আভাযুক্ত বলয় তৈরি হয়। ধীরে ধীরে দাগুলো বড় হতে থাকে এবং পাতায় অনেকটা অংশজুড়ে দাগের সৃষ্টি হয়। তীব্র আক্রমণে পাতার সম্পূর্ণ অংশই পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায় ও আক্রান্ত পাতা ঢলে যায় এবং শেষে শুকিয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা রোগাক্রান্ত এবং শুকনো পাতা গাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়িয়েফেলতে হবে। রোগ দেখামাত্র আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলার পর ক্ষেতের বাকি গাছগুলোতে কান্ডোজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডায়থেন এম৪৫) প্রে করতে হবে।

প্রতি ১০ লিটার জলে ১ স্প্রে মেশিন জল) ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ছত্রাকনাশক মিশিয়ে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চার বার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্যরোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকী বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিস্টিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ হলুদ রাখা চলবে না। একই জমিতে পরপর হলুদের চাষ না করে অন্য ফসলের চাষ করতে হবে।

কুকুরের ডাক ভাষান্তর করবে এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যবহার করে প্রাণীদের কণ্ঠস্বর আর মুখের অঙ্গভঙ্গি বুঝে তা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবে এমন যন্ত্র বানাতে কাজ করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. কন স্লোবোডচিকফ প্রেইরি ডগ আর এদের যোগাযোগের উপায় নিয়ে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে স্লোবোডচিকফ আর তার সহকর্মী একটি অ্যালগরিদম বানিয়েছেন। এই অ্যালগরিদম প্রেইরি ডগের কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। গবেষক দু'জন জুলিঙ্গুয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে বোধগম্য কোনো ভাষায় যোগাযোগে সহায়তা করতে আরও প্রযুক্তি আনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়, বলা হয়েছে আই এ এন এসের প্রতিবেদনে। স্লোবোডচিকফের মতে, অন্য শিকারিদের সতর্ক করতে প্রেইরি ডগ উচ্চস্বরে ডাকে। এই ডাক শিকারির আকার ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয়। প্রেইরি ডগ মানুষের পরিধেয় কাপড়ের রংও নির্দেশ করতে পারে। স্লোবোডচিকফ বলেছেন, 'আমি মনে করি, যদি আমরা প্রেইরি ডগের সঙ্গে এটি করতে পারি, আমরা নিশ্চিতভাবে কুকুর আর বিড়ালের সঙ্গেও তা করতে পারি।' তিনি ও তার দল কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শরীরের নড়াচড়া বিশ্লেষণায় হাজার হাজার ভিডিও দেখছেন। এই ভিডিওগুলো দিয়ে একটি এআই অ্যালগরিদমকে যোগাযোগের ইঙ্গিতগুলো শেখানো হবে। দলটি এখনও কুকুরের প্রতিটি ডাক বা লেজ নড়ানোর অর্থ কোনো অ্যালগরিদম দিয়ে বোঝার অবস্থায় আসেনি।

মহাকাশে কোন দেশের কত স্যাটেলাইট আছে?

মহাকাশে আমেরিকার স্যাটেলাইট আছে ১৬১৬ টি। ভারতের স্যাটেলাইট ৮৮ টি। পাকিস্তনের স্যাটেলাইট আছে ৩ টি। মহাকাশে কেনিয়ার মতো দেশের স্যাটেলাইট আছে ১ টা।

ফুটবলের দেশ আর্জেন্টিনার স্যাটেলাইট আছে ১৮ টি। ব্রাজিলের আছে ১৭ টি। সাউথ কোরিয়া আছে ২৭ টি। স্পেনের আছে ২৪ টি। থাইল্যান্ডের আছে ৯ টি। জাপানের প্রায় ১৭২ টি।

মহাকাশে রুশ স্যাটেলাইট কয়টা আছে সেটা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ধরে নেয়া যায় এই সংখ্যা ১৪২ এর আশেপাশে হবে। ২০১৬ সালে সব থেকে বেশি পরমাণু অস্ত্র আছে সুপার পাওয়ার রাশিয়ার। প্রায় ৭ হাজারের উপর। এরপর লিস্টে আসে আমেরিকা। ৬৬৫০ টি পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী আমেরিকা।

ভারতএবং পাকিস্তনের পরমাণু অস্ত্র যথাক্রমে ১৩০ এবং ১৪০ টি করে। ইসরাইলের আছে ৮০ টি। আর ফ্রান্সের হাতে ৩০০ টি করে আছে। চীন এবং উত্তর কোরিয়ার আছে যথাক্রমে ২৭০ টি এবং ১৫ টি করে নিউক্লিয়ার উইপন্স।

স্বাধীনতার ৪৭ বছরে এসে একটা দেশ পড়ে আছে ফুটবল আর ক্রিকেটের উন্মাদনা নিয়ে।

রাশিয়া মহাকাশেআরও ৭৩ টি মাইক্রোস্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে।

উইকিপিডিয়া ঘাটলেই দেখবেন ব্যালাস্টিক সাবমেরিন আছে এরকম ৬ টি এলিট দেশের তালিকায় ভারতের নাম আছে। জাপান শান্তিপ্রিয় দেশ হয়েছেদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। সেই জাপান ১৬ টি সাবমেরিন তৈরি করেছ। ইন্ডিয়ার আছে ১৬ টিআর ইরানের আছে ৩১ টি করে সাবমেরিন। রাশিয়া নিজের সাবমেরিন নিজেই বানায়। এখন পর্যন্ত আছে ৬৩ টি। চীনের আছে ৬৯ টি। অবরোধের মধ্যে থেকে উত্তর কোরিয়া ১৫ টি পরমাণু বোমা আর ৭৮ টি সাবমেরিনের অধিকারী। পরমাণু অস্ত্রের তালিকা করলে দেখা যায় ক্রিকেটে আমাদের অবস্থান ভালো হইলেও ফুবলে আমাদের র‍্যাঙ্কিং হইলো ১৯৭।

৪৭ বছর বয়সী দেশটার একটা ক্যাম্পাসও সারাবিশ্বে ১০০ সিরিয়ালে ঢুকতেপারে নাই।

লাল বাস আছে, শাটল আছে, প্যারিস রোড আছে, সংস্কৃতির রাজধানী আছে। সবই আছে। শুধু নাই সাইন্টিফিক মেধা। যে মেধা দিয়ে একটা দেশ এগিয়ে যেতে পারে।

ভারতে মাহিন্দ্রা, মারুতি সুজুকির মতো ব্র্যান্ড তৈরি হইলেও আমাদের দেশে এক প্রগতি ছাড়া আমি কোন ব্র্যান্ড পাইনি।

সেই প্রগতি আবার গাড়ি বানায় না। তারা গাড়ির পার্টস জোড়া লাগায়। অথচ দেশে আছে বুয়েট, রুয়েট, চুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠান।

ঢাবির মতো প্রতিষ্ঠান আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত নয়। তারা বিখ্যাত আন্দোলনের জন্য। যে কোন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঢাবির ছেলেরাগিয়ে রাস্তা ব্লক করে। সেটা নিউজ হবে। জাস্ট এইটুকু।

অথচ সুযোগ দিলে এই ঢাবি বিশ্বের ১০০ ক্যাম্পাসের মধ্যে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

আমাদের ছেলেরা বুলেট ট্রেনের নকশা করে কিনা জানি না। তবে জাপানের বুলেট ট্রেন নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল জাপানীরা যাতায়াত ব্যবস্থাকে এতটা সংক্ষিপ্ত করে এনেছে যে জাপানের যে কোন জায়গায় থেকে টোকিওতে যেতে মাত্র ১ ঘন্টা সময় লাগে। সবইসুপার ফাস্ট বুলেট ট্রেনের বদৌলতে।

আমরা ক্রিকেট খেলি, বিশ্বকাপের পতাকা বানাই, ইউটিডিবার বানাই। র‍্যাংকিং নিয়ে ফাইট করি। দেশটাকে সুযোগ দেন। দেশটা এগিয়ে যাক।যেন ২০ বছর পরে আমরা বলতে পারি, আমাদের আছে বঙ্গবন্ধু সিরিজের ৪ টি মিলিটারি স্যাটেলাইট। আছে ১০ টি সাবমেরিন। আমাদের পরমাণু প্রকল্প আছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করতে আসি নাই। আমাদের পরমাণু প্রকল্প আছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করতে আসি নাই।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট । এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেটে যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না। সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আরেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চারি অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।

শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

গাভীর দুধের উৎপাদন যেভাবে বাড়াবেন

গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান জাতের উপর নির্ভর করে। গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দুধের উৎপাদন যেমন মাখন, আমিষ খনিজ পদার্থ সবই বিভিন্ন জাতের গাভীকে কম বেশি হতে পারে। বংশগত ক্ষমতার কারণ দেশীয় জাতের গাভীতে দুধের মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে কিন্তু এরা দুধ উৎপাদন করে কম। সিন্ধি, শাহিওয়াল, ফ্রিজিয়ান, জার্সি ইত্যাদি জাতের গাভী সিন্ধি, শাহিওয়াল , হরিয়ানা প্রভৃতি গাভী থেকে বেশি দুধ দেয়। খাদ্য গাভীর দুধ উৎপাদন ও দুধের গুণগতমানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে বেশি দুধ পাওয়া যায়। তবে খাদ্য না খাওয়ালে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় এবং দুধের গুণগতমানও কমতে বাধ্য। কারণ খাদ্যের বিদ্যমান উপাদানগুলো ভিন্ন অবস্থায় দুধের মাখনের উপস্থিতির পরিমাণ কম বেশি করতে পারে। নিম্নোক্ত ধরনের খাদ্যের জন্য গাভীর দুধের মাখনের হার কম হতে পারে। ১. মাত্রাতিরিক্ত দানাদার খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে ৩. অতিরিক্ত রসালো খাদ্য খাওয়ালে এবং ৪ মিহিভাবে গুঁড়ো করাখড় খাওয়ালে।

গাভীর দুধে মাখনের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্য পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যখাওয়াতে হবে।দুধে খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ গাভীর খাদ্যের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে দুধে সামান্য মাত্রায় আমিষ ও শর্করা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায় এবং দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়।

দুধ দোহন বিশেষ করে দোহন কাল, দোহনের সময়, দুধ দোহন প্রক্রিয়া , বিভিন্ন বাঁটের প্রভাব ইত্যাদি গাভীর দুধের পরিমাণ ও মানকে প্রভাবিত করে। গাভীর দুধ দেয়ার পরিমাণ আস্তে আসেঙ্গস্ত ৫০ দিনে বেড়ে সর্বোচ্চ হয়। ওলানে দুধের চাপের ওপর দুধের পরিমাণ ও উপাদান নির্ভর করে। দুগ্ধদানে কালের ৯০ দিন পর থেকে দুধে মাখন ও আমিষের হার আংশিক বাড়ে। একই গাভীকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দোহন করলে দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। তাই সকালের দুধের চেয়ে বিকেলের দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গাভীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২-৩ বার দোহন করা উচিত।এতে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে পারে। প্রসবকালে গাভীর সুস্বাস্থ আশানুরূপ দুধ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভী থেকে বেশি দুধ পেতে হলে গর্ভকালে সুষ্ঠ পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য দেয়া প্রয়োজন। প্রসবের দুই মাস আগে গাভীর দুধ দোহন অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। মোট দুধ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ওলানের সামনের অংশের বাঁট এবং ৩০ শতাংশ পেছনের অংশের বাঁট থেকে পাওয়া যায়। গাভীর ওলানের বাঁট অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ, বাসস্থান, গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমানের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশ দায়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা গাভীর জন্যআরামদায়ক হওয়া উচিত। দোহনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে অর্থাৎ দুধ দোহন ত্রুটিপূর্ণও হলে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান কমতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া দুধ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর । শীত মৌসুম দুধাল গাভীর জন্য আরামদায়ক । এ মৌসুমে দুধ উৎপাদনের এবং দুধে মাখনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, গরমকাল, বর্ষাকাল, আর্দ্র আবহাওয়ায় গাভীর দুধের উৎপাদন ও গুণগতমান হ্রাস পায়। গরমের দিকে গাভীকে ঠান্ডা অবস্থায় রাখলে উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হয় না। গাভীর প্রজননের সময় দুধ উৎপাদন কমে যায়। দীর্ঘ বিরতিতে বাচ্চা প্রসব করলে গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প বিরতিতে বাচ্চা প্রসবের কারণে দুধ উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেতেপারে। তাই গাভীকে বাচ্চা প্রসবের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পাল দিতে হবে। কোনোক্রমেই ৬০ দিনের আগে প্রজনন করনো উচিত নয়। গাভীর শরীরে ৫০ শতাংশ এবং দুধে প্রায় ৮৭ শতাংশ জল থাকে।

কেন টাক পড়ে?

চুল পড়ে যায় আর নতুন চুল গজায় অনেকের। তবে অনেকের আবার চুল পড়ে মাথা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। মাথার ত্বকের লোমকূপের কোনো সস্যা চুলের কোনো রোগ বা শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনো সস্যা থেকেই মাথা একেবারে ফাঁকা হয়। একে বলে টাক পড়া।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানাজেন দশার সময় কমে এবং দু'টি চক্রের মধ্যবর্তী সময় বাড়ে। তাই একজন পৌঢ় কখনোকিশোর বয়সের মতো চুলের ঘনত্ব আশা করতে পারেন না।

কোনো শারীরিক ব্যাদি যদি নাও থাকে তবু চুলের ঘনত্ব এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। তবে যেকোনো বয়সেই ৯০ শতাংশ অ্যানাজেন ও ১০ শতাংশ টেলোজেন চুল থাকার কথা। ঋতু বিশেষে আবার এই ভাগও বদলে যায়।

অ্যালোপেসিয়া

অ্যালোপেসিয়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ সময়ে যে টাক পড়া নিয়ে চর্চা শোনা যায় তা আসলে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া বা পুরুষসুলভ টাকা পড়া। একটা বিশেষ আকৃতিতে মাথা ফাঁকা হতে শুরু করে। প্রথমে চুল উঠে কপালের দু'ধার প্রশস্ত হয়ে যায়। তারপরে মাথার উপরের দিকের চুল উঠতে থাকে।

অ্যান্ড্রোজেন হরমোন

অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের দ্বারা চুল ওঠা প্রভাবিত হয়ে থাকে। জন্ম থেকেই কোন কোন চুল এই হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হবে আর কোন চুল হবে না তা নির্দিষ্ট থাকে। এটা কিছুটা বংশগত। কাজেই কোনো বিশেষ তেল চুলে মাখার পর সব চুল উঠে গেল বলে অনেক সময় যা শোনা যায় তার ভিত্তি নেই।

বয়ঃসন্ধির পর

বয়ঃসন্ধির পর যখন অ্যান্ড্রোজেনের মাত্রা বাড়তে থাকে তখন কোনও কোনও পুরুষেরওই সব অঞ্চলের চুলের গোড়া ক্রমশ ছোট ও সংকুচিত হতে হতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সেই লোমকূপগুলির আর কেশদণ্ড তৈরির ক্ষমতা থাকে না।

অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা

কিছু কিছু স্থানীয় অসুখ অর্থাৎ একান্তই চুলের সমস্যা, যেমন অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা বা অ্যালোপেসিয়া টোটালিস।

থাইরয়েড রোগ

কারো কারো ক্ষেত্রে টাকা পড়া বড় সড় রোগের লক্ষণ মাত্র। যেমন, থাইরয়েড রোগে চুল উঠতে উঠতে মাথা ফাঁকা হয়ে যায়।

জন্ডিস, ডেঙ্গি, টাইফয়েড

যেকোনো বড় রোগে যেমন জন্ডিস, ডেঙ্গি, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্তরা পুষ্টির সমস্যায় ভোগেন। ফলে চুল পর্যন্ত পুষ্টি না পৌঁছনোয় চুল পড়ে যায়।সিস্টেমেটিক লুপাস

টাক পড়ে সিস্টেমেটিক লুপাস এরিথেমেটোসাস নামে এক মারাত্মক রোগেও।

পেটের রোগ

পেটের রোগেও অনেক সময়ে টাক পড়ে থাকে। আবার অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের বা স্তন্যদায়িনী মায়েদেরও চুল উঠতে থাকে। কারণ তখন পুষ্টির ঘাটতি থাকে শরীরে।অতিরিক্ত পরিমাণে চুল উঠলেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ভাল। তা হলে চুল ওঠার কারণ সর্ম্পকে নিশ্চিত হওয়াযায়। উপযুক্ত চিকিৎসাও হয়। ভবিষ্যতে মাথা ফাঁকা হয়ে যাওয়া থেকে নিষ্কৃতি মেলে।

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখাগেছে। কিন্তু এবার তো বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনফ্রায়েড নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক। স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়।

নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

ফলাফল ঘোষিত অসমের মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার, পাশের হার বেড়ে ৬০.২৩ শতাংশ

গুয়াহাটি, ১৫ মে (হি.স.) : উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে ২০১৯ সালের হাইস্কুল ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল বুধবার সকাল নয়টায় ঘোষণা করেছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড অব আসাম বা সেবা)। প্রত্যাশা মতো সেবা প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় গতবারের চেয়ে এবার পাশের হার কিছুটা বেড়েছে। এবার সামগ্রিকভাবে পাশের হার গত দু বছরের চেয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০.২৩ শতাংশ। গত দু বছর যথাক্রমে ২০১৭ সালে ৪৭.৯৪ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ছিল ৫৬.০৪ শতাংশ। এছাড়া গতবারের মতো পাশের হার ছাত্রীদের চেয়ে ছাত্রদের সামান্য বেশি। ছাত্র ৬২.৬৯ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৫৭.৯৯ শতাংশ।

এবার মাধ্যমিকে শীর্ষস্থান দখল করেছে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান বিদ্যাভারতী পরিচালিত শিশুশিক্ষা সমিতি অসমের অধীনস্থ লখিমপুর জেলার নারায়ণপুর শংকরদেব শিশু বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী মেঘাশ্রী বরা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৯৪। এছাড়া প্রথম মেধাবী তালিকায় স্থান লাভ করেছে মোট ৩৯ জন ছাত্রছাত্রী। এবার গুয়াহাটি মহানগরের মাত্র চারজন প্রথম মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছে। তাদের মধ্যে বেসরকারি সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের তিন এবং অসম জাতীয় বিদ্যালয়ের একজন। এবারও সরকারি স্কুলগুলি হতাশ করেছে।অন্যদিকে হাইমাদ্রাসার পরীক্ষায় গোয়ালপাড়া জেলার রাখালডুবি হাইমাদ্রাসার সেলিম অহমেদ ৫৬১ নম্বর পেয়ে প্রথম, দ্বিতীয় দরং জেলার পিপড়াকুচি আঞ্চলিক হাইমাদ্রাসার আব্দুল আজিজ (৫৫৩ নম্বর), তৃতীয় স্থান দখল করেছে গোয়াপাপাড়া জেলার আমবাড়ি কার্তিমারি হাইমাদ্রাসার ইলিয়াস আলি (৫৪৭ নম্বর), সেলিম আহমেদ ৫৬১ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছে। হাইমাদ্রাসা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ ৯,১২৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাশ করেছে ৫,৩১০ জন। পাশের হার ৫৮.১৮ শতাংশ। তাদের মধ্যে ছাত্র ৬০.৮০ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৫৬.৪১ শতাংশ।

অন্যদিকে মাধ্যমিকে সাফল্যের দাপট সরকারি বিদ্যালয়ের থেকে বেসরকারি স্কুলগুলি দেখিয়েছে। একইভাবে গতবারের মতো এবারও শহরাঞ্চলকে পিছনে ফেলে দাপিয়েছে রাজ্যের মফসসল অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা। সেবা সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল ৩,৪২,৬৯১ জন। কিন্তু পরীক্ষা দিয়েছে ৩,৩৬,২০৩ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে ৩৯৬ জন এবং ১০ জনের ফল নানা কারণে প্রকাশ করা হয়নি। ৩,৩৬,২০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮,৫,৯৯ জন প্রথম, ৭১,০২০ জন দ্বিতীয় এবং ৮২,৮৮৯ জন তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। মোট পাশ করেছে ২,০২৫,০৪ জন। মেধা তালিকার প্রথম দশে জেলা ভিত্তিক ফাফল এ-রকম, লখিমপুরে চার, যোরহাটে এক, কামরূপ মহানগরে (গুয়াহাটি) চার, কামরূপে (গ্রামীণ) পাঁচ, নগাঁওয়ে আট, বাকসায় দুই, ডিব্রুগড়ে দুই, গোলাঘাটে দুই, বরপেটায় চার, শিবসাগরে দুই, নলবাড়িতে তিন, দরঙে এক।

সেবা-প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকার প্রথম দশে ৩৯ জন, প্রথম শংকরদেব বিদ্যানিকেতনের মেঘাশ্রী

গুয়াহাটি, ১৫ মে (হি.স.) : অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) প্রকাশিত এ-বছর ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকার প্রথম দশে স্থান অধিকার করেছে ৩৯ জন ছাত্রছাত্রী। এবার সামগ্রিকভাবে পাশের হার ৬০.২৩ শতাংশ। পরীক্ষা দিয়েছিল ৩,৩৬,২০৩ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে ৩৯৬ জন এবং ১০ জনের ফল নানা কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে। ৩,৩৬,২০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮,৫,৯৯ জন প্রথম, ৭১,০২০ জন দ্বিতীয় এবং ৮২,৮৮৯ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে। মোট পাশ করেছে ২,০২৫,০৪ জন।

সেবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত মেধা তালিকা অনুযায়ী ৫৯৪ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান বিদ্যাভারতী পরিচালিত শিশুশিক্ষা সমিতি অসমের অধীনস্থ লখিমপুর জেলার নারায়ণপুর শংকরদেব শিশু বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী মেঘাশ্রী বরা।

৫৯৩ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে দুজন। তারা যোরহাট জেলার বাঘচোং ডনবসকো হাইস্কুলের চিন্ময় হাজরিকা, কামরূপ মহানগরের সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলর প্রত্যাশা মেধি। এভাবে ৫৯১ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছে দুজন। তারা আফ্রিন আহমেদ, খ্রাইস্টজ্যোতি স্কুল, নগাঁও এবং কামরূপ মহানগর (গুয়াহাটি)-এর সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের অনুশ্রী ভুঞা। ৫৯০ নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করেছে কামরূপ মহানগর (গুয়াহাটি)-এর সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের কৃষ্টি শইকিয়া।

৫৮৯ নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করেছে পাঁচজন। তারা যথাক্রমে ফাল্গুনী শর্মা, সেন্ট জন হায়াৰ সেকেন্ডারি স্কুল, বাক্সা; লবজ্যোতি দাস, ডন বসকো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বৈরাগীমঠ, ডিব্রুগড়; উপাশা মুদৈ, গোলাঘাট জাতীয় বিদ্যালয়, গোলাঘাট; তৌসিফ তমন্না রহমান, সেন্ট মেরিজ হাইস্কুল, লখিমপুর; প্রিয়াঙ্কা কলিতা, অসম জাতীয় বিদ্যালয়, নুনমাটি, কামরূপ মহানগর (গুয়াহাটি)।৫৮৮ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছে পাঁচজন যথাক্রমে রাজশ্রী পাঠক, বরপেটা সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরপেটা; অভীপ্সা দাস, বরপেটা সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরপেটা; সারমিন হাসনাত, সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুল, গোয়ালপাড়া; অনুরাগ বর্মন, উদয়ন শান্তি নিকেতন, বেজেরা, কামরূপ (গ্রামীণ); প্রিয়ম কাশ্যপ, পাইওনিয়ার অ্যাকাডেমি, পুঠিমারি, কামরূপ (গ্রামীণ)। ৫৮৭ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে চারজন যথাক্রমে অলয় বুঢাগোহাঁই, সেন্ট মেরিজ হাইস্কুল, লখিমপুর; দীপজ্যোতি শর্মা, সেন্ট মেরিজ হাইস্কুল, লখিমপুর; অংকুররাজ কাশ্যপ, পুরণি গুদাম আরকেবি উচ্চ মাধমিক বিদ্যালয়, নগাঁও; নিকিতা কলিতা, লিটলফ্লাওয়ার স্কুল, নলবাড়ি

৫৮৬ নম্বর অর্জন করে অষ্টম স্থান লাভ করেছে ছয় জন। তারা ইভান কাশ্যপ কলিতা, সেন্ট জন হায়ার সকেন্ডারি স্কুল, বাকসা; বরষা ডেকা, আগডলা চারিআলি হাইস্কুল, কামরূপ (গ্রামীণ); নিশিতা খাটনিয়ার, বেবেজিয়া পিকেএস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নগাঁও; ইশান ভুঞা, নগাঁও সরকারি বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নগাঁও; দীপ শইকীয়া, ননৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নগাঁও; দেবাশ্রী শইকিয়া, গৌরীসাগর উচ্চ মাধ্যমিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট, শিবসাগর।৫৮৫ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে পাঁচজন যথাক্রমে হীরকজ্যোতি চৌধুরী, পাঠশালা শিক্ষাপীঠ আদর্শ হাইস্কুল, বরপেটা; জেফ্রিন আরা আহমেদ, হেপ্পি চাইল্ড ইংলিশ স্কুল, সিপাঝাড়, দরং; ইরফান হক, খ্রাইস্টজ্যোতি স্কুল, নগাঁও; দীপশেখর কলিতা, বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতন, টিহু, নলবাড়ি; অর্চিতা দুওরা, সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল, মরানহাট, শিবসাগর। ৫৮৩ নম্বর পেয়ে দশম স্থান দখল করেছে আটজন। তারা উদ্দীপ্ত কলিতা, উত্তর বজালি হাইস্কুল, বরপেটা; অনির্বাণ দত্ত, বিএল বেরিয়া সরস্বতী শিশুমন্দির, ডিব্রুগড়; অচ্যুত কুমার চেতিয়া, গোলাঘাট জাতীয় বিদ্যালয়, গোলাঘাট; মনীষা মালাকার, শংকরদেব বিদ্যা নিকেতন, হাজো, কামরূপ (গ্রামীণ); বিতোপন কলিতা, অরুণোদয় ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুল, মির্জা, কামরূপ (গ্রামীণ); সাগ্নিক বণিক, ডনবসকো হাইস্কুল, হোজাই, নগাঁও; মিণ্টু গায়ন, পুরণি গুদাম আরকেবি উচ্চ মাধমিক বিদ্যালয়, নগাঁও; দীপজ্যোতি শর্মা, শংকরদেব বিদ্যা নিকেতন, টিহু, নলবাড়ি। মেধা তালিকায় অন্যবারের মতো এবারও গুয়াহাটি মহানগরকে ছাপিয়ে দাপট দেখিয়েছে গ্রাম তথা মফসসলের স্কুলগুলি।

দুঃসংবাদ : প্রয়াত মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের স্ত্রী সরোজ কুমারী

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): অকালেই মৃত্যু! হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের স্ত্রী সরোজ কুমারীউ বুধবার ভোরে ঘুমের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন অর্জুন সিংয়ের স্ত্রী সরোজ কুমারীউ তড়িঘড়ি চিকিতককে খবর দেওয়া হয়উচিকিতক এসে শারীরিক পরীক্ষা করার জানান ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সরোজ কুমারীউমৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছরউ

বিগত দু'বছর উত্তর প্রদেশের নয়ডায় মেয়ে বীনা সিংয়ের সঙ্গে থাকতেন সরোজ কুমারীউ শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সম্প্রতি ছ'সপ্তাহ ধরে এইমস-এ চিকিতাধীন ছিলেন সরোজ কুমারীউ গত ২৫ এপ্রিল এইমস থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকেউ কিন্তু,বুধবার ভোরে ঘুমের মধ্যেই চিরঘুমে শায়িত হলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের স্ত্রী সরোজ কুমারীউ মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার চুরহাত-এ শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রহস্যজনক মৃত্যু পুলিশ কর্মীর, চাঞ্চল্য দিল্লির ওয়াজিরাবাদে

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): দিল্লির ওয়াজিরাবাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল বছর ৫২-এর একজন পুলিশ কর্মীরউ মঙ্গলবার রাতে ওয়াজিরাবাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অসুস্থ বোধ করেন সুরেশ কৌশিক নামে একজন পুলিশ কর্মীউ তড়িঘড়ি ওই পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ কিন্তু, চিকিতা চলাকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ওই পুলিশ কর্মীউগত ১ এপ্রিল থেকে ওয়াজিরাবাদের ট্রেনিং সেন্টারে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে প্রশিক্ষণ ছিলেন বছর ৫২-র ওই পুলিশ কর্মীউ পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই অসুস্থ বোধ করেন ওই পুলিশ কর্মীউ তড়িঘড়ি তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিতা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই পুলিশ কর্মীরউ পুলিশ কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ওয়াজিরাবাদের ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে পথে নামল বামেরা

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : মঙ্গলবার বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় চুপ থাকল নাবামেরাওউ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ জানিয়েবুধবার পথে নামল বামেরাওউ কলেজ স্কোয়্যার থেকে মিছিলআরম্ভ করল বামেরাউ মিছিলে সামিল আছেন সিপিআইএম-র সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানবিমান বসু ও

ছয়ের পাতায়

বিদ্যাসাগরের মূর্তি নিয়ে জল ঘোলা হচ্ছে পরস্পরবিরোধী মন্তব্যে

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা নিয়ে বিভিন্ন দলের নেতাদের প্রতিক্রিয়ায় মূল ঘটনার নেপথ্যের কারণ আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার ঘটনার পর খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গোটা বিষয়ের দায় চাপিয়েছেন বিজেপি-র ওপর। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্ব দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগের প্রতিবাদ করে পাল্টা দোষ চাপিয়েছে তৃণমূলের ওপর।

সিপিএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বিজেপি সভাপতি অমিত শা'র 'রোড শো'কে কেন্দ্র করে কলকাতার বুকে তৃণমূল ও বিজেপি মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করছি। এই ধরণের বর্বরোচিত ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানুষের সামনে আরও স্পষ্ট হলো বিজেপি, আর তৃণমূলের চরিত্র। দু'পক্ষই দুষ্কৃতী জড়ো করেছিল, যাদের অনেকেই বহিরাগত। দু'দলের পক্ষ থেকেই উসকানীমূলক ও প্ররোচনামূলক স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দিক থেকেই ইটপাথর ছোঁড়া ও আগুন লাগানো হয়েছে, হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এমনকি দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর করেছে বিদ্যাসাগরের মূর্তিও। তৃণমূল ও বিজেপি এধরণের ঘটনার মাধ্যমে তীব্র মেরুকরণের রাজনীতি করে মানুষকে ভাগ করতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার দায়িত্ব বামপন্থীদেরই নিতে হবে। অন্ধশক্তি যাতে পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে ব্যাহত করতে না পারে তার জন্য সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনেরও দায়িত্ব রয়েছে স্বাধীনভাবে সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং ব্যবস্থা নেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র জানিয়েছেন, "কলেজ স্ট্রিট চত্বরে যে গুন্ডামির খন্ড চিত্র দেশের মানুষ দেখলেন সেটা বাংলার মানুষের লজ্জা। গণতন্ত্রের লেশ মাত্র বোধ থাকলে কোনও রাজনৈতিক দল এই ঘটনা ঘটাতে পারে না। যারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙলো, তাদের আর যাই হোক রাজনৈতিক কর্মী বলা যায় না। আজ আবারও প্রমান হলো রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরোটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজ্যের প্রশাসন আগেই পঙ্গু হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও আমাদের হতাশ করছে। সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে।

তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুনাল ঘোষের কথায়, "বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা কলঙ্কজনক ঘটনা। এই লজ্জা রাখব কোথায়। তীব্র প্রতিবাদ করছি। প্রকৃত দোষীদের শাস্তি হোক। এই অপসংস্কৃতি চলতে পারে না। সেই সঙ্গে এটাও বলব, এই রাজ্যে ভোটের সময় কোনো একটি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি তাঁর ঘোষিত প্রচারও নির্বিঘ্নে করতে পারবেন না, এটাও ঠিক নয়। দফায় দফায় বাধার উস্কানি। কেন? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবাদী শ্লোগান। কেন? বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে জমায়েত করে পাল্টা প্রচার। কেন? ভোটের প্রচার একটা দল করে গেলে কী ক্ষতি হত?

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা লজ্জার। কিন্তু এটাও ঠিক বিদ্যাসাগর কখনও বলেননি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতির আখড়া করে ভোটের প্রচারের সময় দলাদলির মঞ্চ বানাতে। তৃণমূল এমনিতেই এগিয়ে রয়েছে। বিজেপির ঘোষিত রোড শোতে পাল্টা শ্লোগানের প্ররোচনার বীরত্বটার দরকার ছিল কি?আমি একশোবার বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার তীব্র নিন্দা করছি, করব। আমি বিজেপি নই।কিন্তু একইসঙ্গে যদি ভোটের মুখে প্রতিপক্ষের ঘোষিত প্রচারে বাধার সংস্কৃতির সমালোচনা না করি, তাহলে আজ অন্যায় হবে।

তৃণমূলের উচিত হয় নি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির ভোটপ্রচারে পাল্টা কর্মসূচির প্ররোচনা দেওয়া। আর বিজেপির নেতাদের কি তাঁদের কর্মীদের উপর আদৌ নিয়ন্ত্রণ আছে? প্ররোচনায় এভাবে পা দেওয়া মূর্খামি ছাড়া কিছু নয়। এই কর্মীদের সবাই বিদ্যাসাগরমশাইকে চেনেন কি? কারা পাল্টা আক্রমণে গেল? কার নির্দেশে গেল? বিদ্যাসাগর, এবং শুনলাম স্বামীজীরও, মূর্তিকে যারা আক্রমণ করে, যথাযথ তদন্ত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। এই কুৎসিত রাজনৈতিক লড়াই গোটা পরিবেশটাকে দূষিত করছে। এটা থামানো দরকার। থামাতেই হবে।"এবারের নির্বাচনে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্ত বড় হরফে ফেসবুকে শেয়ার করেছেন শঙ্খ ঘোষের 'অন্ধবিলাপ' কবিতারএকটি লাইন "অন্ধ আমি , দেখতে পাই না আমিই তবু রাজ্যশিরে এবং লোকে বলে এ দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

বিজেপি মহিলা মোর্চার পশ্চিমবঙ্গের সহ সভানেত্রী সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী লিখেছেন, "এটুকু আমি জানি.. বিজেপি ভাঙ্গেনি। বিজেপি যে মাইন্ড সেট নিয়ে আজ মিছিল করেছিল তা ছিল একটা কার্নিভাল। সাধারণ রাস্তার মানুষের খাবার বিতরণ, নাচে গানে একটা উৎসব। সেখানে এমন কাজ অনেক সাধ্য সাধনা করেলেও বিজেপির ছেলেরা করবে না। আর যদি করে থাকে একটা ভিডিও বা ছবি দেখাক। ওই ছাত্ররূপী দাঙ্গাবাজ, যারা কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের কারো হস্তে মোবইল ফোন ছিলনা? এমনও হতে পারে?

মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসায় সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৫ মে (হি.স.) : অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত চলতি ২০১৯ সালের মাধ্যমিক এবং হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থানাধিকারী এবং সকল সফল ছাত্রছাত্রীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। এক বার্তায় পরীক্ষায় সব বিভাগে পাশ ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার ফল পেয়েছেন বলে বার্তায় বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। ভবিষ্যতে আরও নিষ্ঠা সহকারে অধ্যবসায়, একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাসী হয়ে এবং প্রতিযোগিতার মানসিকতা নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়তে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সমাজ, রাজ্য তথা দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশে নিজের নিজের ভবিষ্যত গড়তে সবাইকে আরও আন্তরিক হওয়ার কথাও বলেছেন সর্বানন্দ।

তাছাড়া, যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাদের হতাশ না হয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গে একাগ্রতার মাধ্যমে অভীষ্ট পূরণ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।এদিকে মাধ্যমিকে সফল ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁদের আগামী শিক্ষাজীবন আরও উন্নত হবে বলে মনে করে তাঁর শুভেচ্ছা উজাড় করে দিয়েছেন। এজন্য সকল ছাত্রছাত্রীকে আরও বেশি করে অধ্যবসায়ী হওয়ার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রে বিজেপি আর ক্ষমতায় আসবে না, দাবি গুলাম নবি আজাদের

পাটনা, ১৫ মে (হি.স.) : কেন্দ্রে বিজেপি বা এনডিএ জোট আর ক্ষমতায় আসবে না। বিহারের পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ।বুধবার গুলাম নবি আজাদ দাবি করেন, দেশজুড়ে বহু জনসভার পরে নির্বাচনে শেষ পর্যায় দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে বিজেপি বা এনডিএ কেউ কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসবে না। দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীও আর হবেন না নরেন্দ্র মোদী। অবিজেপি এবং অ-এনডিএ জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসবে। তারা কেন্দ্রে ফের সরকার গঠন করবে।

ছয়ের পাতায়

জনগণের টাকা লুঠ করে কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি করেছে গান্ধী পরিবার : নরেন্দ্র মোদী

পালিগঞ্জ, ১৫ মে (হি.স.) : দুর্নীতি প্রসঙ্গে গান্ধীর পরিবারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসের নামদার (গান্ধী) পরিবারই হোক বা বিহারের দুর্নীতিগ্রস্ত (লালুপ্রসাদ যাদব) পরিবার এদের প্রত্যেকেরই সম্পত্তির মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা। কোথা থেকে আসে এই টাকা। দেশের গরিব মানুষদের কথা যদি তারা একটু ভাবত। তবে দুর্নীতি করতে ইতস্তত বোধ করত। বুধবার বিহারের পালিগঞ্জ জনসভার থেকে দুর্নীতি প্রসঙ্গে এমন ভাবে কংগ্রেস এবং আরজেডির বিরুদ্ধে মুখর হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সপ্তম দফার ভোটগ্রহণের আগে কংগ্রেস এবং আরজেডির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, উঁচু উঁচু দেওয়াল ঘেরা রাজপ্রসাদে এরা থেকে। তাই জনগণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এরা। হাজার একর জমি লুঠ করে তারা এখনও চুরি করার জন্য গরিবদের টাকা দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি বিরোধী মহাজোটের কোনও আদর্শ নেই বলে কটাক্ষ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমাকে ক্ষমতা থেকে সরানোই এদের মূল লক্ষ্য। দেশের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন নিয়ে এদের কোনও পরিকল্পনা নেই।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করাই এনডিএ সরকারের লক্ষ্য। খাদ্য সরবরাহ করা ছাড়াও কৃষকেরা যাতে সৌরশক্তি সরবরাহ করতে পারে তার জন্য কাজ করে চলেছে কেন্দ্র। উল্লেখ্য, বিহারে এটাই ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শেষ নির্বাচনী প্রচার। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন জিততে উপস্থিত জনতার কাছে আশীর্বাদ চান তিনি। পাশাপাশি তিনি প্রতিশ্রুতি দেন ফের প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়ে একাধিক প্রকল্প নিয়ে জনগণের কাছে আসবেন।

প্রিয়াঙ্কার মুক্তিতে বিলম্ব : পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তীব্র ভর্তনা সুপ্রিম কোর্টের, হাল ছাড়তে নারাজ বিজেপি নেত্রী

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.): শর্তসাপেক্ষে মঙ্গলবার সকালেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকৃত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করায় অভিযুক্ত বিজেপির তরুণী নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টউপ্রিয়াঙ্কাকে শর্তসাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট জামিন প্রদান করার পাশাপাশি অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিল,কিন্তু বুধবার সকাল পর্যন্ত আলিপুর সংশোধনাগারেই বন্দী করে রাখা হয় প্রিয়াঙ্কাকেউ শীর্ষ আদালতে জামিন মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও একটি রাত আলিপুর সংশোধনাগারেই কাটাতে হয়েছে প্রিয়াঙ্কাকেউ আর এ জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তীব্র ভর্তনা করল সুপ্রিম কোর্টউ বুধবার সকালে প্রিয়াঙ্কা শর্মার আইনজীবী এন কে কৌল সুপ্রিম কোর্টে জানান, 'প্রিয়াঙ্কাকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয়নিউ'এরপর সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'যদি তাঁকে (প্রিয়াঙ্কা শর্মা) এখনও মুক্তি না দেওয়া হয়,তাহলে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করা হবেউ'ততণাতপশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেঁসুলি জানান, 'বুধবার সকাল ৯.৪০ মিনিট নাগাদ প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছেউ' পাল্টা সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ প্রশ্ন করে, 'অবিলম্বে কেন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি?' এদিন প্রিয়াঙ্কা শর্মার আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে জানান, 'প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মুক্তি দেওয়ার প্রাক্কালে পুলিশ কর্তৃক একটি ক্ষমাপ্রার্থনা চিঠি তৈরি করা হয়উ সেই চিঠিতে সই করার পরই প্রিয়াঙ্কাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছেউ'আর তাই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন প্রিয়াঙ্কাউ প্রিয়াঙ্কার এই আবেদনের শুনানি হবে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেউএদিন সুপ্রিম কোর্টের

ছয়ের পাতায়

জয়া দত্ত হত্যামামলায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বুধবার পুলিশ সদর কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন এলাকাবাসীরা। ছবি- নিজস্ব।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগে অমিত শাহর বিরুদ্ধে এফআইআব

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.): বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল বিদ্যাসাগর কলেজেরদ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া সুশ্বেতা মকাল ঊ বুধবার সকালে আর্মহার্স স্ট্রিট থানায় বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতির নামে অভিযোগ দায়ের করে ওই পড়ুয়াঊ

অভিযোগপত্রে ওই পড়ুয়া লেখেন, "গতকাল বিদ্যাসাগর কলেজে একটি জঘন্য ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ হঠাৎ করে কয়েকজন গুন্ডা অমিত শাহের ব্যালি থেকে ''অমিত শাহ জিন্দাবাদ'' স্লোগান তুলে আমাদের দিকে তেড়ে আসে। আমি সেই সময় আমার কিছু বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দুষ্কৃতীরা আমাদের উদ্দেশে গালিগালাজ করে। এই সমাজ বিরোধীদের প্ররোচিত করার মূলে ছিলেন অমিত শাহ''ঊ

মঙ্গলবার অমিত শাহের রোড-শোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলেজ স্ট্রিট চত্বরঊ গতকাল ধর্মতলা মোড় থেকে ওয়েলিংটন মোড়, কলেজ স্ট্রিট, বউবাজার হয়ে কলেজ স্ট্রিট পৌঁছাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে থেকে অমিত শাহকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সদস্যরাঊ এর মধ্যে সেই কালো পতাকা যাতে দেখা না যায় সে জন্য কালো ব্যানার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটঊ এরপর বিক্ষোভ ঠেলে মিছিল এগোয় বিদ্যাসাগর কলেজ পর্যন্তঊ সেখানে শুরু তুমুল তরজাঊ দুই পক্ষের মধ্যে ইট বৃষ্টি হতে থাকেঊ বিক্ষোভ এতই চরমে পৌঁছায় যে ভাঙা হয় বিদ্যাসাগরের মূর্তি। তিনটি বাইকে আগুনও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রেণীর ছাত্র

আটের পাতার পর

হয় খোঁজ খবর। বহু জায়গায় খোঁজ খবর করেও তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। পরে বিষয়টি জানানো হয় ধর্মনগর থানায়। চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে দেবজিতের এখনও কোন খবর নেই। দুশ্চিন্তায় রয়েছেন মা বাবা সহ অভিভাবকরা।

মানুষের

আটের পাতার পর

১.৫ মিলিমিটার।আবহাওয়া দফতরের এক অধিকর্তা জানিয়েছেন, বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস-র কাছাকাছি স্থায়ী হবে। এছাড়াও আগামী দুদিন হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মেশিন বিকল

আটের পাতার পর

চিকিৎসকরা কিভাবে রোগীর চিকিৎসার অগ্রগতি হবে তা নির্ণয় করতে পারছে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিক্যাল সুপার শির্শেন্দু চাকমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি জানান, এই মেশিন কবে নাগাদ ঠিক করা সম্ভব হবে তা তিনি জানেন না। এই ব্যাপারে সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

মিছিল তৃণমূলের

আটের পাতার পর

আজ তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল শহর কলকাতায়। বুধবারই প্রতিবাদ মিছিল করবে তৃণমূল। এই প্রতিবাদী ধিক্কার মিছিলে হাঁটবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বেলেঘাটা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল হবে। এদিন গলায় মণীষীদের ছবি ঝুলিয়ে দলের নেতা কর্মীদের মিছিলে হাঁটার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়।

রাতারাতি ফেসবুকে নিজের প্রোফাইল পিকচার বদলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেসবুক, টুইটারে প্রোফাইলে বিদ্যাসাগরের ছবি ও কভারে প্রতিবাদের ভাষা কালো করেছেন তিনি। এছাড়াও তৃণমূলের অফিসিয়াল সোশ্যাল সাইটের অ্যাকাউন্টেও বিদ্যাসাগরের ছবি প্রোফাইলে ব্যবহার করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স** : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৮৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে ধরনায় বসলেন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও পড়ুয়ারা

কলকাতা,১৫ মে (হি.স.):গতকাল অমিত শাহের রোড শোকে কেন্দ্র করে রণমূর্তি ধারন করেছিলো বিদ্যাসাগর কলেজঊবিদ্যাসাগর কলেজে ঢুকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে বুধবার বিদ্যাসাগর কলেজের সামনেই ধরনায় বসলেন কলেজের অধ্যক্ষ, সমস্ত অধ্যাপক,পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা। পাশাপাশি, কলেজের নিরাপত্তা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে কলেজের পক্ষ থেকেঊমঙ্গলবারের ঘটনার পর বুধবারও থমথমে রয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজ চত্বর । কলেজের সামনে ইতিমধ্যে ভিড় জমিয়েছেন বর্তমান পড়ুয়া থেকে শুরু করে প্রাক্তনীরা। ঘটনার প্রতিবাদে ধরনায় সামিল হয়েছেন তাঁরাঊএদিন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ গৌতম কুণ্ডু সমগ্র ঘটনার নিন্দা করে কলেজের নিরাপত্তা চেয়ে কলেজের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন তিনিঊ

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের বিরুদ্ধে আর্মহার্স স্ট্রিট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অমিত শাহ। ঘটনার দায় তৃণমূলের উপর চাপিয়ে, এভাবে বিজেপিকে রোখা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তবে বিজেপি সভাপতির সমস্ত দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ গৌতম কুণ্ডু। তিনি বলেন, 'অমিত শাহের বক্তব্য ঠিক নয়। দুষ্কৃতকারীরা বাইরে থেকে এসেছে। এবং ওরা বাঙালি নয়। তাহলে ওরা বিদ্যাসাগরকে চিনতে পারত'।

কমিশন

● প্রথম পাতার পর

উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের শান্তিপূর্ণভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ১৯ মে, রবিবার এই পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের নয়টি সহ দেশের আটটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৫৯টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ভোটগ্রহণ করা হবে। বুধবারের এই বৈঠকে এ রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া, মঙ্গলবার কলকাতায় বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি অমিত শাহের রোড শোকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়েও প্রাথমিকভাবে কমিশনকে জানানো হয়।সপ্তম তথা চূড়ান্ত পর্যায়ে এ রাজ্যে দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর (তপশিলি জাতি), মথুরাপুর (তপশিলি জাতি), ডায়মণ্ড হারবার,যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ ও কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ করা হবে। যথারীতি সকাল ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কৃষকের প্রতিবাদ

আটের পাতার পর

কৃষকদের এখন চরম অবস্থা। শুধু কৃষিকাজ করে আর তাদের পক্ষেবেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে নগর অভিমুখী মানুষের ঢল কেবলইদীর্ঘ হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামি ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যেবাংলাদেশের গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে পড়বে।গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সড়কে ছাত্ররা ধান ছিটিয়েকৃষকদের ধানের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্ররা।সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশেপরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের(ডাকসু) সহ-সভাপতি নূরুল হক বলেন, যে দেশের অর্থনীতি কৃষিরওপর দাঁড়িয়ে আছে, সে দেশের কৃষকরা ধানের ন্যায্য পাচ্ছে না।কৃষকরা হচ্ছেন এদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। ফসলের ন্যায্য মূল্যনা পেলে তারা কৃষি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এটা গোটা দেশের জন্যেঅমঙ্গল ডেকে আনবে। উন্নয়নের ফাঁকা বুলি আওড়ানো হচ্ছে। রাস্তায়দুচারটি ফ্লাইওভার করলেই উন্নয়ন হয় না। দেশের মানুষের ভাগ্যপরিবর্তন করতে হবে। জিডিপি বাড়ছে, মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে-এসব ফাঁকা বুলি। বাস্তবতা ভিন্ন।

কৃষিবিদরা বলছেন, ১০ কেজি চালের দাম এক মণ ধানের সমান। কিন্তুএক মণ ধান ছাঁটলে প্রায় ৩০ কেজি চাল পাওয়া যায়। তাহলে বাকি ২০কেজি চাল যাচ্ছে কোথায় ? এর উত্তর হল- মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল, ফড়িয়া, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেটে। বাস্তবতা হল, কৃষকেরশ্রমে-ঘামে উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগই খেয়ে ফেলছেফড়িয়ার দল। কী ভয়ংকর ! এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশেরকৃষকদের গণআত্মহত্যা করতে হবে। শহুরে অর্থনীতিবিদরা শুধুপ্রবৃদ্ধির কাগুজে হিসাব-নিকাশ করে বিরাট প্রভাব ফলান। যে দেশেরমেরুদন্ড এখন অবধি কৃষি, সেই বিষয়ে তাদের অনাগ্রহ হতাশাজনক।ফলে কৃষি অনাদর-অবহেলায় তলিয়ে যাচ্ছে পাতালে। রাষ্ট্রের কাছ থেকেকাক্সিক্ষত সহায়তা কোনোকালেই এদেশের কৃষককুল পায়নি। ফলেকৃষিকে সবসময় দুয়োরানী হয়ে থাকতে হয়েছে। সরকার ও রাষ্ট্রেরধারাবাহিক অবহেলার কারণে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শ্রমিকতৈরির দেশে পরিণত হয়েছে। এটা আমাদের দেশের জন্য কতখানিসম্মানের ? শুধু বিদেশে ও দেশের কারখানায় মজুরি বিক্রি করেবাংলাদেশ কি উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে ?ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, দেশেব্যাংকের ঋণখেলাপিদের কোটি কোটি টাকার ঋণ মওকুপ করা হচ্ছে, অথচ যারা ধান ফলিয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করছে তাদের বেলায়সরকার নীরব।

নবি আজাদের

পাচের পাতার পর

অন্য দল থেকে কেউ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে চাইলে তাতে কোনও আপত্তি নেই কংগ্রেসের বলেও দাবি করেছেন তিনি। কিন্তু কংগ্রেসের থেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীতে কোনও দলের আপত্তি না থাকলে সেটিকেও স্বাগত জানাবেন তিনি বলে জানিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়ে গুলাম নবি আজাদ বলেন, ক্ষমতায় আসা থেকে এনডিএ-কে রুখতে এবং কেন্দ্রে অ-এনডিএ জোটকে ক্ষমতায় বসানোই কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশজুড়ে বিভাজনের রাজনীতি করে গিয়েছে বিজেপি। তাদের মুখোশ খসে পড়েছে। বিজেপি শাসনাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ধনীদের হয়ে কাজ করে চলেছে। ১০ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি উল্টে জিএসপি এবং নোটবন্দির ফলে ৪.৭৩ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

নামল বামেরা

পাচের পাতার পর

সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশকারাত।এছাড়াও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র সহসিপিআইএম-র সমর্থকরাঊমধ্যেই বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের বিরুদ্ধে আমহার্সস্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন বিদ্যাসাগরকলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। অমিত শাহের নেতৃত্বেই তাণ্ডবেরঅভিযোগ এনেছেন তাঁরা।মঙ্গলবারের অশান্তিতে এখনও পর্যন্ত৫৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমহার্স স্ট্রিট থানাগ্রেফতার করেছে ৩৫ জনকে। ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছেজোড়াসাঁকো থানা।

বিজেপি নেত্রী

পাচের পাতার পর

বাইরে প্রিয়াঙ্কার আইনজীবী আরও জানিয়েছেন, 'সকাল ৯.৪০-১০.০০ টার মধ্যে মুক্তি দেওয়া হয়েছে প্রিয়াঙ্কাকেঊ অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও, তা মানা হয়নি।

এদিন আলিপুর সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই কলকাতায় বিজেপির দলীয় কার্য্যালয়ে আসেন প্রিয়াঙ্কা শর্মাঊ এদিন প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবারই আমার জামিন মঞ্জুর হয়েছিলঊ অথচ ১৮ ঘন্টা ধরে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়নিঊ এমনকি আমার আইনজীবী এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলতে দেওয়া হয়নিঊলিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে হয়েছেঊ' প্রিয়াঙ্কা আরও জানিয়েছেন, 'এই মামলায় আমি লড়াই চালিয়ে যাবঊআমি ক্ষমা চাইব নাঊ' উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার জন্য হাওড়ার বিজেপি যুব মোর্চার নেত্রী প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রাণে মারার চেষ্টা, মামলা জিপি সভাপতি-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে

কাটিগড়া (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : কাছাড় জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে জনৈক মহম্মদ আলি বড়ভুইয়াঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিলেন একই গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর সভাপতি ইকবাল আহমদ বড়ভুইয়াঁ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। এ-নিয়ে মঙ্গলবার রাতে কাটিগড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মহম্মদ আলি বড়ভুইয়াঁ। এফআইআরে মহম্মদ আলি লিখেছেন, মঙ্গলবার বিকেল প্রায় ৪-টায় ময়না রাজা বড়ভুইয়াঁর ছেলে ইকবাল আহমদ বড়ভুইয়াঁ (২৮), প্রয়াত কটাই আলি বড়ভুইয়াঁর ছেলে জয়নুল হক বড়ভুইয়াঁ (৩২) এবং তোতি রাজা বড়ভুইয়াঁর ছেলে আব্দুর রহমান বড়ভুইয়াঁরা তার বাড়ির একমাত্র রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে মহম্মদ আলি আপত্তি জানান। তখন জিপি সভাপতি ও তার দল উত্তেজিত হয়ে তাকে আটক করে অশ্লীল গালিগালাজ করেন। এছাড়া তাকে দা, ডেগার দিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেন বলে লিখিত অভিযোগে বলেছেন মহম্মদ আলি বড়ভুইয়াঁ। তার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে এফআইআর-এ লিখেছেন তিনি। জানা গেছে, এফআইআর-এর ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করেছেন কাটিগড়া থানা কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে ইকবাল আহমদ বড়ভুইয়াঁকে এ ব্যাপারে ফোনে জিগ্যেস করলে তিনি অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করেছেন।

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির প্রার্থী হতে পারেন কোকোর স্ত্রী শর্মিলা

ঢাকা ১৫ মে(হি.স.): একাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনেএকমাত্র সদস্য হিসেবে বিএনপি কাকে মনোনয়ন দিতে যাচ্ছে, তা নিয়েনানা মহলে আলোচনা চলছে। এই আসনে জিয়া পরিবারের কোনও সদস্যমনোনয়ন পেতে পারেন। বিএনপির নীতিনির্ধারকরা চাইছেন জিয়াপরিবারের কাউকে। খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাতরহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমান সিঁথিকে মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে বলেগুঞ্জন রয়েছে। তবে তা নির্ভর করছে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদাজিয়ার সিদ্ধান্তের ওপর।

বিএনপির পাঁচ এমপি শপথ নেওয়ার পর সংরক্ষিত নারী আসনেমনোনয়ন পেতে দলের নেত্রীদের মধ্যেও অনেকে দৌড়ঝাঁপ শুরুকরেছেন। এর মধ্যে আলোচনায় আছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যানসেলিমা রহমান, মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা ও নির্বাহী কমিটির সদস্য নিপুণ রায়চৌধুরী। দল কাকে মনোনয়ন দিচ্ছে জানতে চাইলে বিএনপির মহাসচিবমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাকরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সময়মতো সবই জানা যাবে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদবলেন, শর্মিলা রহমান সিঁথিকে নিয়ে বিভিন্ন মতও আছে। সবচেয়ে ভালোহতো যদি তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান রাজনীতিতেআসতেন। তবে পরিবারের কেউ রাজনীতিতে আসবে কি না, তা নির্ভরকরছে খালেদা জিয়ার বেরিয়ে আসা বা তার সিদ্ধান্তের ওপর। এ ক্ষেত্রেতারেক রহমানের সিদ্ধান্ত কাজ করবে না বলেও তিনি মনে করেন।

কোকোর মৃত্যুর পর শর্মিলা সিঁথি তার দুই কন্যাকে নিয়ে লন্ডনে বসবাসকরছেন। সর্বশেষ গত বছরের অক্টোবরে শাশুড়ি খালেদা জিয়ারচিকিৎসার খোঁজখবর নিতে শর্মিলা দেশে এসেছিলেন। তখন খালেদাজিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ছিলেন। এদিকেসংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন পেতে দলের অনেকেই নীতিনির্ধারকদেরবাড়িতে গিয়ে তদবির শুরু করেছেন বলে জানা গিয়েছে। দলের একজননীতিনির্ধারক বলেন, শর্মিলা সিঁথিকেই সংরক্ষিত নারী আসনে একমাত্রএমপি হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে।

রাজপথ

● প্রথম পাতার পর

রাজধানী সফর করে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী বর্ষার আগেই রাজধানীবাসীকে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রতিশ্রুতি বানের জলের মতোই ভেসে গেছে। স্বভাবতই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন পথ চলতি মানুষজন।

বুধবার প্রাক্ সন্ধ্যার ঝড় বৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে। বহু বাড়িঘর ভূপাতিত হয়েছে। অনেকেই নিরাপথ আশ্রয়ের জন্য প্রতিবেশীর বাড়িঘরে রাত কাটাতে ঠাই নিয়েছেন। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা খোদ রাজধানী আগরতলা শহরে স্তব্দ হয়ে পড়েছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর। বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে বিদ্যুৎ নিগমকে পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে কয়েকদিন সময় কাটাতে হবে। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা দুর্যোগের পর পরই পরিষেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে কাজে হাত লাগিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে প্রকৃতির রোষানল আঘাত এনেছে তা মোকাবেলা করতে কয়েকদিন সময় লেগে যেতে পারে। এদিকে প্রশাসন ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষয়ক্ষতি নিরোপনের জন্য রাতেই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। রাত পোহালেই প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা ক্ষয়ক্ষতি নিরোপনের হাত লাগাবেন। রাজ্য প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের আপদকালীন সাহায্য প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এগার

● প্রথম পাতার পর

১১ জনের মধ্যে অমিত খাসার, রিয়া খাসার, ফারদিন রহমান, জাহিদুল আহমেদ, কল্যাণ বৈশ্য, বিজয়কুমার মাহাতো, লালাকুমার যাদব, হীরকজ্যোতি বরুয়াকে শনাক্ত করা হয়েছে। আহত অমিত খাসার এবং রিয়া খাসার বাবা ও মেয়ে বলে জানা গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের নেমকেয়ার হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তারা গীতানগরের হরেকৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা। মেয়েকে নিয়ে গণেশগুড়ি থেকে জু-রোড হয়ে আবাসে যাচ্ছিলেন অমিত খাসার। বাকি পাঁচ আহতকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, গীতানগরের কেজিএমটি হাসপাতালে চারজনকে ভরতি করা হয়েছে।

পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার জানান, যেখানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ সংগঠিত হয়েছে তার কিছু দূরে পুলিশ রুটিন তালাশি চালাচ্ছিল। পুলিশি তালাশির সময় অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত গ্রেনেড বিস্ফোরণ সংঘটিত করেছে। তাঁদের ধারণা, মটর বাইকে করে দুর্বৃত্তরা বিস্ফোরণ সংঘটিত করেছে। পুলিশ ও সিআরপিএফ গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি অভিযান তীব্রতর করেছে। ইত্যবসরে অসম পুলিশের বোমা এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিস্ফোরকের নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

তাপ এখনও কমেনি। ফলে ওই স্থানে হাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ-বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, লাভা ধরনের ধুঁয়ো বের হচ্ছিল ওই স্থান থেকে। ওএনজিসি-র স্থানীয় আধিকারিক জানিয়েছেন, মাটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ওখানে কোনও গ্যাস পাওয়া যায়নি। তবে ধুঁয়ো এবং আগুন বের হওয়ার প্রকৃত কারণ জানার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।আমতলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মাটির ধুঁয়ো এবং আগুন বের হওয়ার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। দমকল বাহিনীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে ধুঁয়ো এবং আগুন কেন বের হচ্ছিল সে বিষয়ে আপাতত কোনও ধারণা নেই বলে পুলিশ জানিয়েছে।প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বেও ত্রিপুরায় মাটির নীচ থেকে ধুঁয়ো এবং গরম তরল জাতীয় পদার্থ বের হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এর প্রকৃত কারণ এখনও বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করতে পারেননি। এককে সময় এককে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে, এ-ধরনের ঘটনা এখনও রহস্যজনক রয়ে গিয়েছে।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙায় চোখে জল বীরসিংহে, প্রতিবাদে শামিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও

ঘাটাল, ১৫ মে (হি. স.) : বিদ্যাসাগরের মুর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপান উতোর শুরু । বুধবার সকাল থেকেই অন্যান্য জেলার সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরে বিক্ষোভ মিছিল,কুশপুতুল পোড়ানো শুরু হয়ে যায় । তবে ঘটনায় চোখে জল বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহের । প্রতিবাদে শামিল হয়ে গ্রামবাসীদের দাবি- দোষীরা কঠোর শাস্তি পাক । কোলকাতায় অমিত শাহের রোডশোকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমারে ভেঙ্গে ফেলা হয় বিদ্যাসাগর কলেজের গেটের সামনে থাকা মূর্তি। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা নিয়ে নিন্দায় সরব হয়েছে গোটা রাজ্য।সোশাল মিডিয়াও নিন্দায় সরব বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙকে নিয়ে।আর যার মূর্তি ভাঙা নিয়ে উত্তাল রাজ্য সেই পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামও নিন্দায় সরব হয়েছে।পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের বীরসিংহ গ্রামেই জন্ম তার।গ্রামে তার পুরানো বাড়িকে নতুন করে সাজিয়ে পর্যটন ক্ষেত্র করে তোলা হয়েছে।বীরসিংহ গ্রামেই বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষায় গঠিত হয় বীরসিংহ বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা সমিতি।এই সমিতির হাতেই রয়েছে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত স্থান ও রেখে যাওয়া স্মৃতি রক্ষার দায়িত্ব।মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনায় নিন্দায় সরব সমিতির সদস্য থেকে বীরসিংহ গ্রামের মানুষও।দাবী তুলেছে যে বা যারা এরকম ঘটনা ঘটিয়েছে তার কঠর শাস্তির ব্যবস্থার।বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি থেকেও রাজ্যবাসীকে আবেদন করা হয়েছে কালকের ঘটনায় জোরালো প্রতিবাদের।সমিতির সদস্য সুব্রত ঘোষ,ওই গ্রামেরই বাসিন্দা পেশায় ইতিহাসের শিক্ষিকা নবনীতা ঘোষ সহ সকলেই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন।এই ঘটনায় চোখে জল এনে দিয়েছে তাদের। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলার সময় বীরসিংহ ভগবতী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নবনীতা ঘোষ কাঁদতে কাঁদতে বলেন-' আমরা চাই সকলেই এই জঘন্য কাজের প্রতিবাদে শামিল হন। টিভির পর্দায় যা দেখেছি তা মনে করে চোখে জল আসছে । একজন ইতিহাসের শিক্ষিকা হিসেবে এটা মেনে নিতে পারছি না । ' সমিতির তরফে এদিন বিকেলে একটি প্রতিবাদ মিছিলেরও ডাক দেওয়া হয়েছে এবং তাতে সর্বস্তরের মানুষকে অংশ নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে বলে জানান বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা সমিতির সদস্য ওই গ্রামেরই বাসিন্দা সুব্রত ঘোষ।

অন্যদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগরের মূর্তির সামনে অমিত শাহর কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ দেখায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা যুব তৃণমূল। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি করে বিক্ষোভ দেখান তারা। এই ঘটনার প্রতিবাদে মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরেট মোড়ে বিদ্যাসাগর এর মূর্তির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন বুধবার সকাল থেকে।যেখনে সামিল হয়েছিলেন মানস ভুঞা সহ জেলা নেতারা । একইভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বিভিন্ন অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনও।.

রোড শোতে হিংসার ঘটনায় বিজেপির উপর দায় চাপাল ডেরেক

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা এবং রোড শো চলাকালীন হিংসাকে কেন্দ্র করে চরমে উঠেছে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তরজা। পরিস্থিতি এমন পর্যায় পৌঁছিয়ে গিয়েছে যে এর রেশ পৌঁছিয়ে গিয়েছে খোদ রাজধানী দিল্লিতে। বুধবার বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, যারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে, তারা বিজেপিকর্মী। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে দ্বারস্ত হবে তৃণমূল। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহকে মিথ্যাবাদী বলে ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, মঙ্গলবার কলকাতার রাস্তায় যে চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ঘটেছে তাতে বাঙালির ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার সময় স্লোগানও দেওয়া হয়েছে। দুদিন আগে অমিত শাহ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বীরভূমে জন্মেছে। এমনকি কাঙাল বাংলাও বলেছেন তিনি। বহিরাগতদের নিয়ে বিজেপি অমিত শাহের রোড শো কর্মসূচির আয়োজন করেছে বলে অভিযোগ করেন ডেরেক ও''ব্রায়েন।।পাশাপাশি ভোটগ্রহণের সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ডেরেক। তিনি বলেন, বিজেপির ইশারায় কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের বলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ভিডিও ও ছবিও সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন ডেরেক।

উল্লেখ্য, এদিন সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমিত শাহ বলেছিলেন, 'রোড শো প্রায় আড়াই ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলেছেঊ যে সংখ্যায় ভিড় হয়ে মানুষের সমর্থন ছিল, তাতে মমতা দিদির রাগ হয়েছিলঊ নির্দিষ্ট সূচনা থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের বিক্ষোভ বিরত করার অথবা তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা করেনি পুলিশঊ' সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কলেজের গেট খোলা রাখা প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, 'সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট নাগাদ কলেজের গেট খোলা রাখা হয়েছিল কেন? গেটের চাবি কার কাছে থাকে?

পিতা

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি, শরণজয় ত্রিপুরাকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

প্রতিবেশীদের বক্তব্য, মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আলি মোহন এতটাই উৎশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল যে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার বাবা দিনমজুর। তাই পরিবারে উপার্জনও বেশি ছিল না। কিন্তু আলিমোহন প্রতিদিন মদ্যপান এবং জুয়া খেলার জন্য বাড়িতে অশান্তি করত।

পুলিশ জানিয়েছে, শরণজয় খুনের অপরাধ স্বীকার করেছেন। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

বলেন, ত্রিপুরার ভোটে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাই শান্তিতে ভোটপর্ব সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজ্য সরকার। তাই নির্বাচনে শুধু সন্ত্রাস দেখা যাচ্ছে। বিপ্লবকুমার দেব নির্বাচন কমিশনকে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদ করে ধৃতকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কতটা ব্রাউন সুগার প্রভাত নাথের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা যায়নি। পুলিশের কাছে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে প্রভাত নাথের ছেলে প্রসেনজিৎ নাথ নিষিদ্ধ এই কারবারের সাথে জড়িত। জানা গেছে, পুলিশ বুধবার ধৃত প্রসেনজিৎ নাথকে ধর্মনগর আদালতে সোপার্দ করেছে।

পিসিসি

● প্রথম পাতার পর

পেরেছেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ত্রিপুরা হাইকোর্টে পুণঃ নির্বাচন চেয়ে পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।

গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

মেয়ের বাবা ও মায়ের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। আর এই কাজ করেছে মৃতার স্বামী রূপক দেবনাথ, শ্বশুর দুলাল দেবনাথ এবং শাশুড়ি সন্ধ্যা দেবনাথ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। আগামীকাল মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে। এই মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

াঙ্গন

ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের দায়িত্বে ক্রোয়েশিয়ার মহাতারকা

পূর্ব ইউরোপে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ক্রোয়েশিয়া দেশটার জন্মই হয় ১৯৯১ সালে।

১৯৯৮ সালে সেই লাল সাদা খোপ কাটা ফুটবল জার্সির দেশটা প্রথমবার ফুটবল বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায়। ফ্রান্সে হওয়া সেই বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশেই গোটা বিশ্বকে চমকে দেয় তারা। তৃতীয় স্থানে শেষ করে দলটা। সেই দলে তারকা ফুটবলার ছিলেন ইগর স্টিমাচ। সে সময়ে ফুটবল দুনিয়া তাঁকে একডাকে চিনতে শুরু করেছিল। সেই ইগর স্টিমাচ এবার দায়িত্ব পেলেন ভারতীয় ফুটবল দলের। ২ বছরের জন্য ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দলকে কোচিং করাবেন তিনি।

ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব স্টিফেন কনস্টানটাইন-এর কাঁধ থেকে ইগর স্টিমাচের কাঁধে গিয়ে পড়ল বলে বুধবার ঘোষণা করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এআইএফএফ-এর প্রেসিডেন্ট প্রফুল প্যাটেল দাবি করেন ভারতের নীল বাঘদের জন্য ইগর একদম সঠিক বাছাই। এআইএফএফ-এর সাধারণ সম্পাদক কুশল দাসের দাবি, ইগরের কোচিংয়ে ভারতীয় দল বিশালভাবে উপকৃত হবে।

ওমানের একটি দলের কোচ হিসাবে থাকা ইগর আসছেন ভারতে। আগামী ২ বছর এ দেশের ফুটবল তারকাদের কোচিং করাবেন তিনি। ১৯৯৮ সালে ক্রোয়েশিয়া দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে থাকার পাশাপাশি তিনি ১৯৮৭ সালে যুগোস্লাভিয়ার অনূর্ধ ১৯ দলের সদস্য হিসাবে অনূর্ধ ২০ বিশ্বকাপ জিতে আসেন। কোচিংয়েও অদ্যাবধি অনেক সাফল্য পেয়েছেন ইগর স্টিমাচ।

নো-বল করলেন সচিন তেণ্ডুলকর, ধরে দিল আইসিসি

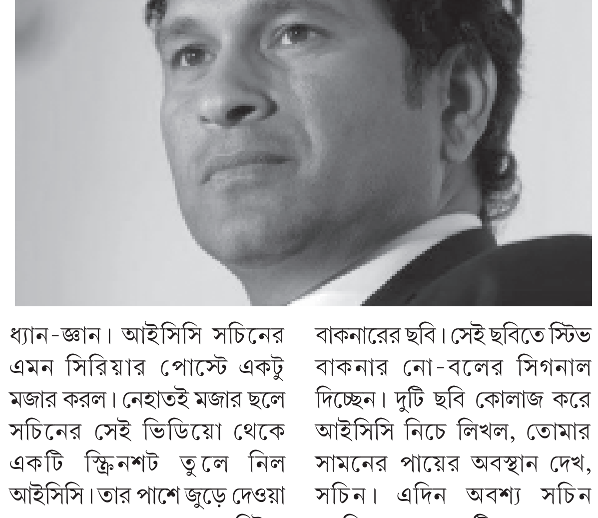

মুম্বইয়ের ডি ওয়াই প্যাটেল স্টেডিয়ামের নেটে বল করছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁকে দেখা গিয়েছে পার্ট-টাইম স্পিনার হিসাবে। ফলে স্পিনার হওয়ার সুবাদে নো-বল করার সম্ভাবনা কমই থাকত তাঁর। কিন্তু এদিন নেটে তিনি স্পিন বোলিং করছিলেন না। করছিলেন মিডিয়াম পেস। তার জন্য তাঁকে রান-অপ নিতে হয়েছিল বেশ কিছুটা দূর থেকে। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে নো-বল করে বসলেন মাস্টার ব্লাস্টার। সচিন তেন্ডুলকরের নেটে বোলিং করার ভিডিয়ো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার হল। তবে কেউ তাঁর নো-বল খেয়াল করলেন না। ধরিয়ে দিল আইসিসি।নেটে ফিরতে পারলাম আবার। অনেকদিন পর। দারুন লাগছে। ছোটবেলার শিবাজী পার্কে ফিরে যেতে পারলাম যেন আবার।'''' এর পরই ছোটবেলার বন্ধু ও সতীর্থ বিনোদ কাম্বলিকে উদ্দেশ্য সচিন লিখলেন, খুব কম সংখ্যক লোকই জানে,আমি আর বিনোদ সব সময় একই দলে খেলেছি, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে কখনও খেলিনি। বোঝাই যাচ্ছে, এতদিন পর নেটে ফিরতে পেরে নস্টালজিক হয়ে পড়েছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। খেলা ছেড়েছেন বেশ কয়েক বছর হল। কিন্তু এখনও তিনি মনে-প্রাণে ক্রিকেটার। ক্রিকেট-ভাবনা দিন-রাত তাঁর মাথায় ঘুরপাক খায়। ক্রিকেচ ছাড়া অন্য কিছুতে মন হয়তো বসে না তাঁর। সচিন তেন্ডুলকর, ক্রিকেট ছাড়ার এত বছর পর এখনও ক্রিকেটার হয়েই রয়েছেন। ক্রিকেটই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। আইসিসি সচিনের এমন সিরিয়ার পোস্টে একটু মজার করল। নেহাতই মজার ছলে সচিনের সেই ভিডিয়ো থেকে একটি স্ক্রিনশট তুলে নিল আইসিসি। তার পাশে জুড়ে দেওয়া হল প্রাক্তন আম্পায়ার স্টিভ বাকনারের ছবি। সেই ছবিতে স্টিভ বাকনার নো-বলের সিগনাল দিচ্ছেন। দুটি ছবি কোলাজ করে আইসিসি নিচে লিখল, তোমার সামনের পায়ের অবস্থান দেখ, সচিন। এদিন অবশ্য সচিন বোলিংয়ের পর ব্যাটিং করেন।

এই তরুণ ফুটবলারকে দলে আনতে বদ্ধপরিকর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

ইপিএলে লিগের মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া মরশুমে তেমন নজর কাড়তে পারেনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লিগে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছে তারা। যার ফলে আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাদের দেখা যাবে না।সারা মরশুম ধরেই বেশ টালমাটালের মধ্যে দিয়ে কেটেছে ম্যানইউ-র। মোরিনহোকে সরানোর পর নতুন কোচ করে আনা হয়েছে ওলে গানারের সোলক্সজারকে। তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছে ম্যানইউ। ফলে নতুন মরশুমের জন্য দলগঠনের কাজে নেমে পড়েছে তারা।ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন কোচ হলেন প্রাক্তন বিশ্বকাপারইউরোপীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এ বার বিশাল অর্থ খরচ করে তেমন কোনো তারকা নয় বরং নতুন এবং তরুণ খেলোয়াড়দের নেওয়ার চেষ্টা করবে তারা। যাদের আগামী দিনে তারকা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।আর সেই লক্ষ্যে নতুন মরশুমে ম্যানইউ-র প্রথম খেলোয়াড় হতে পারেন, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির লিগের দল সোয়ানসি সিটির ২১ বছর বয়সি ফুটবলার ড্যানিয়েল জেমস। ওয়েলস জাতীয় দলের এই ফুটবলার মুলত উইঙ্গার খেলেন। ড্যানিয়েলকে দলে নিতে রীতিমতো আগ্রহী তারা।

শচীন, লক্ষ্মণের শুনানি চলল ৪ ঘণ্টারও বেশি

নির্ধারিত দিন-ক্ষণ অনুযায়ী মঙ্গলবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অম্বুডসম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি কে জৈনের সঙ্গে দেখা করলেন শচীন তেন্ডুলকার ও ভি ভি এস লক্ষ্মণ। স্বার্থের সঙ্ঘাত নিয়ে অভিযোগ রয়েছে এই দু''জনের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ ৪ ঘণ্টারও বেশি শুনানিপর্ব চলে।

প্রথমে শচীন ও লক্ষ্মণ দু''জনেই তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের লিখিত জবাব জমা দিয়েছিলেন বিচারপতি জৈনের কাছে। এরপর দু''জনকে ১৪ মে দেখা করার জন্য বলেন তিনি। মঙ্গলবার দিল্লিতে এই সাক্ষাত হয়। তবে দু''জনের বক্তব্য শোনার পর অম্বুডসম্যান কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। ২০ মে পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে। তবে ওইদিন শচীন ও লক্ষ্মণকে হাজিরা না দিলেও চলবে। চাইলে অবশ্য দু''জনেই আসতে পারেন। শচীনের আইনজীবী অমিত সিবাল বলেন, ''শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে আমি শুনানির সময় ছিলাম। ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আমাদের বক্তব্য শোনা হয়। এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। ২০ মে আবার শুনানি হবে।'' শচীন, লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যিনি স্বার্থের সঙ্ঘাতের অভিযোগ এনেছিলেন, সেই মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সঞ্জীব গুপ্তা এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সিইও রাহুল জোহরিকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিচারপতি জৈন।

'নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হুমকিতে ফেলবে লা লিগাকে'

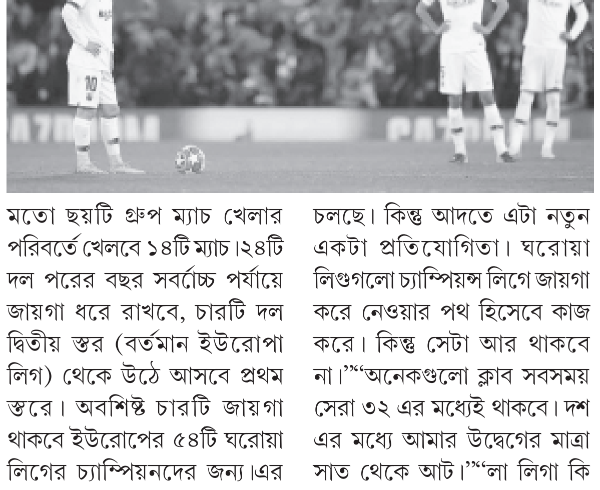

ইউরোপের সর্বোচ্চ ফুটবল সংস্থা উয়েফার প্রস্তাবিত নতুন আঙ্গিকের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা লা লিগার জন্য হুমকি হবে বলে মনে করেন প্রতিযোগিতাটির সভাপতি হাভিয়ের তেবাস।২০২৪ সাল থেকে নতুন আঙ্গিকে ক্লাব ফুটবলের প্রতিযোগিতাগুলো আয়োজনের জন্য ইউরোপের বড় সব ক্লাব নিয়ে গড়া ইউরোপিয়ান ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের (ইসিএ) সঙ্গে কাজ করছে উয়েফা। তবে এখনও প্রস্তাবনা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি সংস্থাটি। আলোচনা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বলে জানিয়েছে তারা।সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে রয়টার্স জানতে পেরেছে যে নতুন আঙ্গিকের প্রতিযোগিতাটি হবে তিন স্তর বিশিষ্ট এবং ক্লাবগুলো তিন স্তরের মধ্যে ওঠা-নামা করবে।সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিযোগিতা হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতোই। দল থাকবে ৩২টি, তবে গ্রুপ পর্বে বর্তমানের মতো আট গ্রুপে চারটি করে দলের বদলে তখন থাকবে চার গ্রুপে আটটি করে দল। তার মানে প্রতিটি দল বর্তমানের মতো ছয়টি গ্রুপ ম্যাচ খেলার পরিবর্তে খেলবে ১৪টি ম্যাচ।২৪টি দল পরের বছর সর্বোচ্চ পর্যায়ে জায়গা ধরে রাখবে, চারটি দল দ্বিতীয় স্তর (বর্তমান ইউরোপা লিগ) থেকে উঠে আসবে প্রথম স্তরে। অবশিষ্ট চারটি জায়গা থাকবে ইউরোপের ৫৪টি ঘরোয়া লিগের চ্যাম্পিয়নদের জন্য।এর ফলে ঘরোয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নেওয়ার ঐতিহ্য ভেঙ্গে পড়বে বলে গোল টিভি চ্যানেলকে বলেন তেবাস।''চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সংস্কারের একটা আলোচনা চলছে। কিন্তু আদতে এটা নতুন একটা প্রতিযোগিতা। ঘরোয়া লিগুগলো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার পথ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সেটা আর থাকবে না।''''অনেকগুলো ক্লাব সবসময় সেরা ৩২ এর মধ্যেই থাকবে। দশ এর মধ্যে আমার উদ্বেগের মাত্রা সাত থেকে আট।''''লা লিগা কি হুমকির মুখে পড়বে? হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই যে পড়বে। উয়েফা এটা করতে পারে না। আর আমরা অন্য সংস্থাগুলোকেও বোঝাতে চাই যে এটা এগোতে পারে না। আমরা একটা কৌশল দাঁড় করাতে কাজ করছি।''

পাকিস্তানে পাওয়া গেল বিরাট কোহলির ডামি, অবিকল শটে ছক্কা মারছেন তিনি

দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন লেগেই রয়েছে। কিন্তু তার পরও ভারতের সিনেমা, ক্রিকেট, সাহিত্য নিয়ে পাকিস্তানের আগ্রহ কম নেই। বলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেটার, পাকিস্তানে যেন এদেশের সব কিছুই বেশ জনপ্রিয়। এই যেমন বিরাট কোহলির কথাই ধরুন। এর আগে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান ভারতের কোহলির ব্যাটিং স্টাইল নকল করে খেলতেন। তার জন্য অতীতে একাধিকবার তাঁকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রোলড হতে হয়েছিল। এবার পাকিস্তানের মাটিতে বিরাট কোহলির আরেক ডামি খুঁজে পাওয়া গেল। তাঁর খেলার স্টাইল একেবারে বিরাট কোহলির মতো। ভিডিয়োতে প্রথমবার দেখে তাঁকে অনেকেই বিরাট কোহলি বলে ভুল করতে পারেন। বিরাটের স্টাইলে ব্যাটিং করে দেদার ছক্কা হাঁকাচ্ছেন সেই ব্যাটসম্যান। ওসামা বালোচ। বয়স তাঁর মাত্র ১৮ বছর। অবিকল বিরাট কোহলির স্টাইলে ব্যাট করেন। কোহলির মতোই ফুটওয়ার্ক-এর ব্যবহার বেশি করে শট খেলেন বালোচ। তাঁর শট খেলার ধরণ দেখে ক্রিকেট বিশ্বের অনেকেই অবাক। কোহলির সঙ্গে এত মিল! পাকিস্তানের দেরা মুরাদ জামালি-তে জন্ম বালোচের। ছোট থেকেই ক্রিকেট খেলেন বালোচ। পাকিস্তানের জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন তাঁর। করাচি প্রিমিয়র লিগে বালোচ ৩৯ বলে ৬৯ রানের ইনিংস খেলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে সাতটি ছক্কা। আর প্রায় প্রতিটা ছক্কাই তিনি হাঁকিয়েছেন বিরাট কোহলির স্টাইলে।করাচি প্রিমিয়র লিগে জোহর বিয়ার্স-এর হয়ে খেলতে নেমেছিলেন ওসামা বালোচ। ৩৭ রানে পাঁচ উইকেট পরে যাওয়ার পর ব্যাট করতে নামেন বালোচ। তার পরই ৬ রানের প্রয়োজনীয় ইনিংস খেলেন তিনি। তবে তাঁর ইনিংসের থেকেও বেশি চর্চায় রইল প্লেয়িং স্টাইল। জানা গিয়েছে, নির্বাচকদের নজর রয়েছে বালোচের উপর। পরের বছর পাকিস্তান সুপার লিগে তাঁকে খেলতে দেখা যেতে পারে। তবে তাঁর বিরাট কোহলির মতো ব্যাটিং স্টাইল নিয়ে এখন নেট দুনিয়ায় জোর আলোচনা চলছে।

বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে কী হতে পারে, ভবিষ্যদ্বাণী করলেন সৌরভ

ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপে অন্যতম ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে পাকিস্তান। আইসিসি টুর্নামেন্ট এবং ইংলান্ডের মাটিতে পাক ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স-পরিসংখ্যানের নিরিখেই এমন কথা বলছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শহরে এক অনুষ্ঠানে এসে সৌরভ বলেন, 'ইংল্যান্ডে যে কোনও টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের রেকর্ড অসাধারণ। দু বছর আগে তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০09 সালে ইংল্যান্ডে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তারা চাম্পিয়ন হয়েছে।' ১৯৯৯ সালেও শেষবার ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৫০ ওভাবেব বিশ্বকাপেও ব.নার্স হয়েছিল পাকিস্তান। এপ্রসঙ্গে সৌরভ আরও বলেন, 'পাকিস্তান ইংল্যান্ডের মাটিতে খুব ভালো খেলে। এমনকী যদি আপনাবা দেখেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটাও(দ্বিতীয় একদিনেব ম্যাচ)।

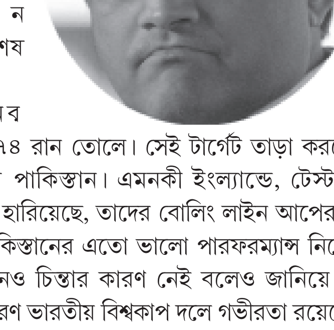

ইংল্যান্ড ৩৭৪ রান তোলে। সেই টার্গেট তাড়া করতে নেমে মাত্র ১২ রানে হারে পাকিস্তান। এমনকী ইংল্যান্ডে, টেস্ট ম্যাচে পাকিস্তান ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে, তাদের বোলিং লাইন আপের জন্য। 'ইংল্যান্ডের মাটিতে পাকিস্তানের এতো ভালো পারফরম্যান্স নিয়ে বিরাট কোহলির দলের কোনও চিন্তার কারণ নেই বলেও জানিয়ে দিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। কারণ ভারতীয় বিশ্বকাপ দলে গভীরতা রয়েছে। নিজেদের দিনে টিম ইন্ডিয়াকে হারানো সত্যিই কঠিন। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বকাপের আসরে এখনও পাকিস্তান ভারতকে হারাতে পারেনি। আসন্ন বিশ্বকাপে ১৬ জুন ম্যাঞ্চেস্টারে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। এপ্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, 'আমি রেকর্ডে বিশ্বাস করি না। দুটো দলকেই সেই সংশ্লিষ্ট দিনে ভালো খলতে হবে।ভারত অবশ্যই খুব ভালো দল। তাদেরকে হারানো সত্যিই খুব শক্ত ব্যাপার। যে দলে কোহলি, রোহিত, শিখর ধাওয়ান রয়েছে, তাদের দুর্বল বলবেন কি করে! '

ক্রিকেট ইতিহাসের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি বিশ্বকাপে মেরেছেন ৬ বলে ৬টি ছয়

আইসিসি একদিনের বিশ্বকাপের আয়োজন ৩০ মে থেকে হতে চলেছে। এবার বিশ্বকাপের আয়োজন ইংল্যাণ্ডে হচ্ছে।এবার বিশ্বকাপে ১০টি সবচেয়ে উন্নত দল অংশ নিচ্ছে। বিশ্বকাপে বেশ কিছু খেলোয়াড় আছে যারা দুর্দান্ত প্রদর্শন করে নিজের দলকে জয় এনে দেন। কিন্তু এমন কিছু খেলোয়াড়ও আছেন যারা নিজের ইনিংস দিয়ে ইতিহাস গড়ে ফেলেন। এমনই বিশ্ব ক্রিকেটের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি ৬ বলে ৬টি ছক্কা মেরেছেন।

আসুন সেই খেলোয়াড়ের ব্যাপারেই আপনাদের জানানো যাক।২০07 বিশ্বকাপে এই খেলোয়াড় গড়েছিলেন ইতিহাস১২ মার্চ ২০07এ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ ছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আর প্রথমে ব্যাট করতে আসা দক্ষিণ আফ্রিকা দল ডেভিলিয়র্সের উইকেট শূন্য রানে হারিয়ে ফেলেছিল। ফের গ্রীম স্মিথ ৬৭ আর জ্যাক ক্যালিস ১২৮ রান করেছিলেন। এরপর চতুর্থ নম্বরে বাট করতে আসা হার্শেল গিবস একের পর এক ছটি ছক্কা মেরে দেন। এটা ওয়ানডে ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথমবার ছিল যখন ৬টি বলে কেউ ৬টি ছক্কা মারলেন।প্রসঙ্গত ওই বছরই ৯ই সেপ্টেম্বর যুবরাজ সিং বিশ্ব টি-২০তে স্টুয়ার্ট ব্রডকে এক ওভারে ছটি ছক্কা মেরেছিলেন।

হার্সল গিবস ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কোনো খেলোয়াড় বিশ্বকাপে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মারতে পারেননি। এটা বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসের একমাত্র সুযোগ যখন কোনো ব্যাটসম্যান ৬ বলে ৬টি ছক্কা মারলেন।এই বিশ্বকাপেও বেশ কিছু এমন খেলোয়াড় আছেন যাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মারার। এখন দেখতে হবে যে এই রেকর্ড কার ব্যাটে ভাঙে। নাকি এই খেলোয়াড়ের রেকর্ড আটুটই থাকে। ২০07 বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের প্রদর্শনও ভীষণই খারাপ ছিল। ভারত সেমিফাইনালেও পৌঁছতে পারেনি, এই বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়েছিল।

বিশ্বকাপে কেন কার্তিক ব্যাখ্যা দিলেন বিরাট

নয়াদিল্লি: অভিজ্ঞতায় ঋষভ পন্তকে পিছনে ফেলে বিশ্বকাপের বিমানে টিকিট হাতে পেয়েছেন দীনেশ কার্তিক। মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাক-আপ হিসেবে কার্তিককে বিশ্বকাপের দলে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করলেন ক্যাপ্টেন কোহলি।৩০ মে থেকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বসছে দ্বাদশ বিশ্বকাপে আসর। দু''বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ৫ জুন। টাইটানিকের শহর সাউদাম্পটনের রোজ বোলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বিরাট অ্যান্ড কোং। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ১৫ জনের দলে ধোনির সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন ডিকে। কিন্তু পন্তকে না-রাখায় দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই।ব্যাটিং দক্ষতায় পন্ত অনেক বেশি কার্যকরী হত বলে মনে করেন প্রাক্তনদের অনেকেই। কিন্তু পন্তের থেকে কার্তিককে বেছে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান এমএসকে প্রসাদ। পন্তের থেকে উইকেটকিপিং ও ব্যাটিং দক্ষতা কার্তিক দলে সুযোগ পেয়েছে মন্তব্য করেছিলেন নির্বাচক প্রধান।সেই সুরেই ক্যাপ্টেন কোহলিও বলেন, ''চাপের মুখে কার্তিক দলকে জেতানোর ক্ষমতা রাখে। সেটা ও প্রমাণ করেছে। কোনও কারণে ধোনি খেলতে না-পারলে উইকেটের পিছনে কার্তিকের অভিজ্ঞতা কাজ লাগবে। এছাড়াও কার্তিক ফিনিশারের ভূমিকাতেও সফল। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করেই ডিকে''কে দলে রাখা হয়েছে।''২০০৪ সালে ভারতের হয়ে ওয়ান ডে অভিষেক হয় কার্তিকের। এখনও পর্যন্ত দেশের জার্সিতে এই ফর্ম্যাটে ৯১টি ম্যাচ খেলেছেন তামিলনাড়ুর এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। আর গত অক্টোবরে দেশের হয়ে অভিষেক হওয়া পন্ত ভারতীয় দলের জার্সিতে মাত্র ৫টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন।'' গত বছর শ্রীলঙ্কায় নিদাহস ট্রফিতে কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটিং করে দলকে জেতান কার্তিক।

লিভারপুলের কাছে হারের ধাক্কা কাটাতে সময় চাইলেন বুসকেতস

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে লিভারপুলের কাছে অবিশ্বাস্যভাবে হেরে ছিটকে পড়ার ধাক্কা কাটাতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছে বার্সেলোনার মিডফিল্ডার সের্হিও বুসকেতস। কোপা দেল রের শিরোপা জিতে চলতি মৌসুমটা ভালোভাবে শেষ করায় গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।ববার লা লিগায় গেতাফেকে ২-০ গোলে হারায় এরই মধ্যে শিরোপা নিশ্চিত করা বার্সেলোনা। অবশ্য এ দিন ঘরের মাঠে সমর্থকদের দুয়ো শুনতে হয় ফিলিপে কৌতি নিয়ে।, বুসকেতসদের।অ্যানফিল্ডে গত মঙ্গলবার সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে ৪-০ গোলে হেরে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ছিটকে যায় বার্সেলোনা। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা।লিভারপুলের বিপক্ষে হারকে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা বলে উল্লেখ করেন বুসকেতস। ২৫ মে কোপা দেল রের ফাইনালে ভালেন্সিয়ার মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। এই ম্যাচ জিতে ঘরোয়া ডাবল পূর্ণ করতে চান স্প্যানিশ এই ফুটবলার।''আশা করি ক্লাব, সমর্থক ও খেলোয়াড়রা যে আঘাত পেয়েছে তা ঠিক হয়ে যাবে। আমরা সবাই কষ্ট পেয়েছি। আমি শিরোপা জয়ের সুযোগ হারিয়েছি, ম্যাচ হেরেছি কিন্তু এমন আঘাত কখনও পাইনি। এটা সবার জন্য খুব কঠিন ছিল, যদিও জয়-পরাজয় খেলারই অংশ।''''সবার মিলিত চেষ্টায় আমাদের এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে হবে। সামনে কাপ ফাইনাল আছে। সামনের চ্যালেঞ্জটাও ছোট নয়। ঘরোয়া 'ডাবল' জেতাটা সামান্য ব্যাপার নয়। কিন্তু লিভারপুলের কাছ থেকে পাওয়া আঘাত অনেক গভীর।''''এখন নির্দিষ্ট কাউকে দোষারোপ করার বা তাৎক্ষনিক সমাধান খোঁজার সময় নয়। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। আমরা একসঙ্গে অনেক বড় বড় কাজ করেছি। আর এখন যত ভালোভাবে মৌসুমটা শেষ করা যায় সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

অ্যাটলেটিকো ছাড়ছেন গ্রিজমান

মাদ্রিদ: অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে পাঁচ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করছেন গ্রিজমান। চলতি মরশুমে শেষেই ক্লাব চাড়ছেন বলে অ্যাটলেটিকো কর্তৃপক্ষতে জানিয়ে দিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার। তবে নতুন কোন ক্লাবে যোগ দিতে চলেছেন, তা নিয়ে একনই কিছু জাননানি বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি দলের অন্যতম সদস্য।২০09 থেকে ২০১৪ পর্যন্ত রিয়েল সোসিয়েদাদের হয়ে মাঠে নামার পর অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে যোগ দেন গ্রিজমান। টানা পাঁচটি মরশুম অ্যাটলেটিকোয় কাটানোর পর নতুন চ্যালেঞ্জের খোঁজে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এযাবত পেশাদার কেরিয়ারের পুরো সময়টাই স্পেনে কাটিয়ে ফেলা গ্রিজমানের সামনে ইউরোপের বেশ কয়েকটা বড় ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে। তবে ফরাসি তারকা মাদ্রিদ ছেড়ে বার্সেলোনায় আস্তানা গাড়তে চলেছেন বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল।এক বছর আগে বার্সেলোনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অ্যাটলেটিকোতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গ্রিজমান।

তবে এবার মেসিদের সঙ্গে তাঁকে মাঠে নামতে দেখা যাবে বলেই মনে করছে ফুটবলবিশ্ব। যদিও বার্সেলোনার বাড়া ভাতে ছাই ফেলতে পারে পিএসজি। প্যারিস সাঁ-জা গ্রিজমানকে পেতে আসরে নামায় অনেকে মনে করছে লা লিগা ছেড়ে লিগ-ওয়ানে পসরা জমাতে পারেন ফরাসি তারকা।নিজের সিদ্ধান্তের কথা ক্লাবকে জানানোর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তাও দিয়েছেন। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের তরফেও সংক্ষিপ্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গ্রিজমানের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে সমর্থকদের।গ্রিজমান নিজের ভিডিও বার্তায় বলেন, ''কোচ ও সিইও''র সঙ্গে আলোচনা করার পর সমর্থকদের আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। আপনারা বরাবর আমাকে অনের ভালোবাসা উপহার দিয়েছেন। আমাকে সমর্থন জানিয়েছেন। আমার মনে হয়েছে এবার নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সময় এসেছে। সিদ্ধান্তটা নেওয়া কঠিন ছিল, তবে এটা নিতেই হতো। গত পাঁচ বছরের সম মধুর স্মৃতির জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।''

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বাইক কমান্ডার সংঘর্ষে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ মে ।। ফের যান দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ বিলোনীয়ার বড়টিলা এলাকায় বিলোনীয়া-বড় পাথরি সড়কে একটি বাইক ও কমান্ডার জীপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে বাইক চালক তাপস শীল(২৭) গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছে আহত তাপস শীলকে বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে জিবিতে স্থানান্তর করে। পুলিশ বাইক ও কমান্ডার জীপ আটক করেছে। জীপের চালক পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে, বাইক চালকের অত্যাধিক গতির জন্যই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ দাবি করেছে।

অসমে নিখোঁজ ব্যক্তি মিললো জহরনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। অসমে কলকলিঘাট স্টেশনে নিখোঁজ চন্দন ভৌমিকের হদিশ মিলেছে। তাকে ধলাই জেলার জহরনগর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

চন্দনের স্ত্রী দগনীতা কলই জানিয়েছেন, গতকাল তাদের এক আত্মীয় তেলিয়ামুড়া আসার পথে জহরনগরে রাস্তার পাশে একটি দোকানে তার স্বামীকে দেখতে পান। বিষয়টি জানার সাথে সাথেই তেলিয়ামুড়া থানায় জানানো হয়। আজ সকালে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে জহরনগর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিভাবে অসমের কলকলিঘাট স্টেশন থেকে চন্দন ভৌমিক জহরনগরে এলেন তা তিনি বলতে পারছেন না।

প্রসঙ্গত, গত ৬ মে অসমের কলকলিঘাট স্টেশনে নিখোঁজ হয়েছিলেন তেলিয়ামুড়ার কলইপাড়ার বাসিন্দা চন্দন ভৌমিক। শিলচর থেকে চিকিৎসা সেড়ে বাড়ি ফেরার পথে কলকলিঘাট স্টেশনে তিনি নিখোঁজ হন। বারইগ্রাম জংশনে জিআরপি থানায় এবং তেলিয়ামুড়া থানায় তার স্ত্রী নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। ৯ দিন বাদে তিনি উদ্ধার হয়েছেন। তাকে খুঁজে পাওয়ায় তার পরিবারে স্বস্তি ফিরেছে।

কাকড়াবনে গাজন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে ।। পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবনের মেলাঘরটিলা স্কুলমাঠে দু'দিনব্যাপী চড়ক মেলা ও গাঁজন উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে দু'দিনব্যাপী মেলা ও গাঁজন উৎসবের সূচনা করেন গোমতী জেলা জেলাশাসক তরুণকান্তি দেবনাথ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক আশিস দত্ত, ব্লক আধিকারিক সুমিতা চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। মেলায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পসারি নিয়ে মেলায় হাজির হন। এ ধরনের মেলাকে সম্প্রীতির মেলবন্ধনের মেলা বলে আখ্যায়িত করেছেন জেলাশাসক।

উত্তর জেলা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিন বিকল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। উত্তর জেলার একমাত্র সিটি স্ক্যান মেশিন রয়েছে জেলা হাসপাতালে। প্রায় কয়েক লক্ষ লোকের একমাত্র ভরসা এই মেশিনটি। কিন্তু, প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল এই মেশিনটি বিকল হয়ে পড়েছে। অথচ প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এমন একটা সময় ছিল কোন অস্তিরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিল না। এখন চিকিৎসক রয়েছে অথচ মেশিন নষ্ট। এক বিশাল হয়রানির শিকার উত্তর জেলার সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রোগীর জন্য স্ক্যান রিপোর্ট অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। এর রিপোর্ট ছাড়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়লো আগরতলায়ও। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আজ সন্ধ্যায় আগরতলা শহরে প্রতিবাদ মিছিল করে কংগ্রেস সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। আজ বিকেলে আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনি এলাকার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে আবার কংগ্রেস ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সভাপতি রাকেশ দাস এবং সহসভাপতি সম্রাট রায়। প্রতিবাদ মিছিল শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে আগরতলা শহর জুড়ে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। এর পরও প্রবল ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তাঁরা প্রতিবাদ মিছিল চালিয়ে যান। রাকেশ দাস এবং সহসভাপতি সম্রাট রায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং এমন বর্বরোচিত ঘটনার জন্য তাঁরা বিজেপি এবং দলের সভাপতি অমিত শাহকে দায়ী করেন। দলকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং এই দলকে জনবিচ্ছিন্ন করার দাবি জানান তাঁরা। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই-এরও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করার কথা থাকলেও প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে শুক্রবার বিকেলে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তারা মিছিল করবেন বলে জানানো হয়েছে।

নির্মাণ-শ্রমিকের ছেলে মাধ্যমিকে লাভ করেছে ৯৫.৮ শতাংশ, উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নেবেন মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত

বিশ্বনাথ (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : শিক্ষার ক্ষেত্রে দারিদর্য কখনও অন্তরায় হতে পারে না তা ফের প্রমাণ করেছে মধ্য অসমের বিশ্বনাথ চারিআলির রকি সাহু। নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কষ্টার্জিত স্বল্প উপার্জনে পরিবার প্রতিপালন করে বাবা রঞ্জিত সাহু অতি কষ্টে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়েছেন। এ খবর জানতে পেরে রকির পরবর্তী উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নেবেন বলে ঘোষণা করেছেন রাজ্যের হস্ততাঁত ও বস্ত্রমন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত।

বিশ্বনাথ চারিআলির খরাশিমলু হাইস্কুলের ছাত্র রকি সাহু এবার ২০১৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৫.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। এই সাফল্যে গৌরবান্বিত রকির গোটা গৃহগ্রাম। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে একজন ইঞ্জিনিয়ার স্বপ্ন নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল রকি সাহু। কিন্তু আর্থিক অভাব-অনাটনের জন্য কখনও গৃহশিক্ষক রাখতে পারেনি সে। তাই তার মেধাকে যথাযথ প্রতিফলিত করতে স্কুলের শিক্ষকরা তাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন, নিজেই জানিয়েছে রকি। সে গণিতে ১০০-এর মধ্য ১০০, সাধারণ বিজ্ঞানে ৯৯, সমাজবিজ্ঞানে ৯৯, ইংরেজিতে ৯১, অসমিয়া ভাষায় ৯১, কমপিউটারে ৯৫ নম্বর পেয়েছে।এদিকে অসমের হস্ততাঁত ও বস্ত্রমন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত আজ ঘোষণা করেছেন, রকির একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির সমস্ত খরচ তিনি বহন করবেন। খরশিমলু হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক হেমাঙ্গ হাজরিকা জানিয়েছেন, দরিদ্র রকি সাহু তার অধ্যবসায়ের ফল লাভ করেছে। তার কৃতিত্বে বেজায় আনন্দিত তিনি এবং স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শুরু

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মনগর থেকে নিখোঁজ দশম শ্রেণীর ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র রাজবাড়ি এলাকার এক দশম শ্রেণীর ছাত্র রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। তার নাম দেবজিৎ দাস। বয়স ১৫ বছর। ধর্মনগরের ঐতিহ্যবাহী গোল্ডেন ভ্যালী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র মঙ্গলবার ভোর থেকে নিখোঁজ। মান্ডপপাড়ার বাসিন্দা দিলীপ দাস ও মা শুক্লা দাসের আদরের ছেলে দেবজিৎ। মঙ্গলবার ভোরবেলা প্রাইভেট পড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর থেকেই কখন দেবজিৎ ঘরে আসবে তার বাবা মা সহ সবার অপেক্ষা। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো গৃহশিক্ষকের পড়া শেষ হওয়ার পর কোন বন্ধুর বাড়িতে গেছে। কিন্তু, অপেক্ষা করতে করতে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় যায়। দেবজিৎ বাড়ি ফিরেনি। তারপর

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাল বৈশাখির তান্ডব

অমিতের রোড শোতে হিংসার ঘটনায় রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের দাবি পীযূষের

বারাণসী, ১৫ মে (হি.স.) : কলকাতায় অমিত শাহে রোড শোতে হিংসার ঘটনায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের দাবি তুললেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বারাণসীতে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পীযূষ গোয়েল বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাজ্য সরকার সমাজবিরোধী শক্তিকে আস্কারা দিয়ে চলেছে। বিষয়টি নির্বাচন কমিশন গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে না, তা বড়ই দুর্ভাগ্যের। দেশের রাষ্ট্রপতির উচিত বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করা। তৃণমূল কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে পীযূষ গোয়েল বলেন, লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ রাজ্যের শাসকদলকে যোগ্য জবাব দেবে। ২৩ মে বিজেপি জয়ী হবে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের রোড শো কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেটের সামনে আসতেই তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে তুলকালাম বেঁধে যায় কলেজ স্ট্রিটে। মিছিলে থাকা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে টিএমসিপি সদস্যদের হাতাহাতি বেঁধে যায়। বিজেপি-র ওই জনজোয়ার আর তৃণমূল ছাত্রপরিষদের কর্মীদের সংঘর্ষ থামাতে নাজেহাল হতে হল পুলিশকে। এরপর বিধান সরণিতে বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে থেকে বিক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে দাউদাউ জ্বলে ওঠে। বিদ্যাসাগর কলেজের তখন সান্ধ্যকালীন ক্লাস চলছিল। বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে টিএমসিপি এবং বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ভাঙা হয় বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি।

রাজধানী দিল্লিতে বৃষ্টিতে স্বস্তি মানুষের

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) : এতদিন গরমে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল দিল্লিবাসীর। বুধবার সকালের বৃষ্টি স্বস্তি দিল দিল্লিবাসীকে। বুধবার সকাল থেকে দিল্লির আবহাওয়া আগের থেকে অনেকটাই মনোরম। এই আবহাওয়া এখনও দুদিন থাকবে বলেই হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে।দিল্লির বেশকিছু অংশে সকালের দিকে বৃষ্টিপাত হয়েছে। তারফলে আবহাওয়া মনোরম ও আরামদায়ক হয়েছে। আজকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মৌসুমের গড় ও আদ্রতা আজকে সকাল ৮.৩০ নাগাদ ছিল ৮২ শতাংশ।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির পালামে এবং লোধিতে বৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ১.৮ মিলিমিটার এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভাগ্যিস সিআরপিএফ ছিল, নাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেঁচে ফেরা মুশকিল ছিল : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় অমিত শাহউ অমিত শাহ-এর মতে, মঙ্গলবার ভাগ্যিস সিআরপিএফ-এর নিরাপত্তা ছিল, নাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেঁচে ফেরা অত্যন্ত মুশকিল ছিলউ মঙ্গলবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-এর রোড শো ঘিরে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তর কলকাতার কলেজ স্ট্রিট ও বিধাণ সরণিউ অমিতের রোড শো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছতেই তাঁকে কালো পতাকা দেখান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরাউ সঙ্গে অমিত শাহ গো ব্যাক স্লোগানও দিতে থাকেন তাঁরাউ পরিস্থিতি ক্রমশউ উত্তপ্ত হতে থাকেউ পুলিশের সামনেই তৃণমূল ও বিজেপি হাতাহাতিতে জড়িড়ে পড়েউ পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে পৌঁছতেইউইটবৃষ্টি, কলেজে ভাঙচুর ও বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবারের ওই হামলার প্রেক্ষিতে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ বুধবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'মঙ্গলবার যদি সিআরপিএফ না থাকতো, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেঁচে ফেরার অত্যন্ত মুশকিল ছিলউ পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বহু কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, আমার উপর হামলাও স্বাভাবিক বলেই আমি মনে করিউ কিন্তু, মঙ্গলবারের ঘটনা প্রমাণ করল, তৃণমূল যে কোনও পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারেউ' মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুর প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, 'তৃণমূলের মতে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিউ কিন্তু, কলেজের গেট ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, যেখান থেকে তৃণমূল কর্মীরা হামলা চালাচ্ছিলউতৃণমূলই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে।

মণিপুরে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ত্রিপুরার মেডিক্যাল পড়ুয়া ছাত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সহযোগিতায় সুস্থ হয়ে ফিরল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। মণিপুরের ইম্ফলে মেডিক্যাল পড়ুয়া ত্রিপুরার ছাত্র সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সহযোগিতায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মণিপুরের থউবাল জেলার হোকায় সংঘটিত এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন সঙ্গম চৌধুরী। ওইদিন দুর্ঘটনায় তাঁর সহপাঠী অভয় দেবনাথের মৃত্যু হয়েছিল। অন্য আরেক সহপাঠী অনির্বাণ চৌধুরীও আহত হয়েছিলেন। তাঁরা তিনজন ত্রিপুরার ছাত্র। কিন্তু সঙ্গমের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য। তাঁকে কলকাতায় পাঠানোর সমস্ত আয়োজন ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেছিলেন, তা আজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সঙ্গমের বাবা সজল চৌধুরী।

এদিন ছেলেকে নিয়ে সজল চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শম্পা সরকার ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জন্যই তাঁদের সন্তান সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে, সাংবাদিকদের এ-কথা জানিয়েছেন সঙ্গমের বাবা সজল চৌধুরী। তিনি বলেন, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় খবর আসে সঙ্গম দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে। তাঁর দুই সহপাঠীর মধ্যে একজন মারা গেছে, অপর জন আহত অবস্থায় চিকিৎসা চলছে। তিনি বলেন, খবর পেয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। আমার স্ত্রী বারবার সংজ্ঞা হারাচ্ছিলেন। তারপর গুহায়াটি হয়ে মণিপুরে গিয়ে পৌঁছি।

তিনি জানান, সঙ্গম মণিপুরে রিজিউন্যাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স কলেজের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র। ওইদিন লোকতাক থেকে তাঁরা তিন বন্ধু বাইকে চেপে ইমফল ফেরার সময় থউবালের হোকায় ট্রাকের সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে, তিনজনই গুরুতর আহত হয়। এর মধ্যে বাইক চালক অভয় দেবনাথের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনা সম্পর্কে সঙ্গম জানান, আমার মাথায় হেলমেট ছিল, তাই বরাত জোরে বেঁচে গেছি। তবে, দুর্ঘটনার পর আমার জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরে, তখন আমি কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তি।

সজলবাবু জানান, ছেলের অবস্থা আশঙ্কাজনক জানতে পেরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু, সামর্থ হয়নি ছেলেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার। এরই মধ্যে বিষয়টি ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায়বর্মণ জানতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি থেকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের বন্দোবস্ত করে মণিপুরে পাঠান। সেখান তাঁকে কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি জানান, ২৪ দিন চিকিৎসার পর সঙ্গম সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। ইতিমধ্যে কলেজেও যোগ দিয়েছে। আজ তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি, বলেন সজলবাবু।

ধানের দাম কমে গেছে, ধানক্ষেতে আগুন দিয়ে কৃষকের প্রতিবাদ

ঢাকা ১৫ মে(হি.স.): দাম কম এবং শ্রমিক না পাওয়ায় ফের টাঙ্গাইলেধানক্ষেতে আগুন ধরিয়ে প্রতিবাদ করেছেন এক কৃষক। সোমবারবিকেলে বাসাইল উপজেলার কাশিল ইউনিয়নের কাশিল গ্রামে এইপ্রতিবাদ জানান কৃষক নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বাজারে প্রতি মণধানের দাম ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা। অথচ এক মণ ধানের উৎপাদনখরচ প্রায় ৭০০ টাকার ওপরে। এছাড়া বর্তমানে একজন ধানকাটাশ্রমিকের মজুরি ৭০০ থেকে থেকে ৭৫০ টাকা। আর একজন শ্রমিক একদিনে এক থেকে দেড় মণ ধান কাটতে পারে। ক্ষেতে পাকা ধান থাকলেওশ্রমিক সঙ্কটের কারণে কাটতে পারছি না। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ধানে চাল নেই। যা আছে, তাও সময়মতোঘরে তুলতে পারছি না। এর আগে রোববার একই জেলার কালিহাতীউপজেলায় আব্দুল মালেক সিকদার নামে এক কৃষক নিজের পাকাধানক্ষেতে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ জানান।

কাশিল গ্রামের কৃষক ওসমান আলী বলেন, প্রায় ৫৬ শতাংশ জমিতে ধানআবাদ করেছি। ২০ থেকে ২৫ মন ধান উৎপাদন হবে। যার বিক্রয়মূল্যহবে ২০ হাজার টাকা। আর আমার উৎপাদন খরচ ১৮ থেকে ২০হাজার টাকা। লোকসানের মুখে পড়তে হবে। এ বছরের মত পরিস্থিতিআর কখনও হয়নি। তাপদাহের কারণে শ্রমিক সংকট, উৎপাদন খরচবেশি- নানা কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।কাশিল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মির্জা রাজিক বলেন, ধানের নায্যমূল্য না পেয়ে কৃষক দিশেহারা। বাসাইল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণকর্মকর্তা রূপালি খাতুন বলেন, এ সময়ে ধানের বাজার দর কিছুটা কমথাকলেও কৃষক যদি ধান সংরক্ষণ করেন, তবে ক'দিন পরই বেশি দামপাবেন। তাপদাহসহ বিভিন্ন কারণে বর্তমানে কিছুটা শ্রমিক সংকটরয়েছে বলে তিনি জানান।চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ধান উৎপাদন হবে, এমনটাইধারণা করা হচ্ছে। প্রকৃতি অনুকূলে থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে। ফলেকৃষকের মুখে হাসি ফুটবে এবং তারা দুধেভাতে থাকবে এমনটাইস্বাভাবিক। কিন্তু ধানের বাজারমূল্য কৃষকের হাসির বদলে আতঙ্কেরকারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যারা আমাদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়েরেখেছে, তাদের দুর্দশা নগরীর মানুষকে স্পর্শ করছে না। আমরাজানতেও চাই না তাদের হালহকিকত। বাস্তবতা হল, বাংলাদেশের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে শহর জুড়ে ধিক্কার মিছিল তৃণমূলের

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.): অমিত শাহর রোড-শোর দিন বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে রণক্ষেত্রের আকার নেয় কলেজ স্ট্রিটউ মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে বুধবার একাধিক ধিক্কার মিছিল বের করে তৃণমূলউ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে বুধবার মিছিল করবে তৃণমূল। একথা মঙ্গলবারই ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, অমিত শাহের রোড শো ঘিরে অশান্তি নিয়ে বুধবার কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূলের সংসদীয় দল।

বিদ্যাসাগর কলেজে তাণ্ডবের প্রতিবাদে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।